

মোদি-শাহের বিরুদ্ধে দেশ ভাঙার অভিযোগ উদ্ধবের ‘সামনা-র’

মুম্বই, ১৭ মার্চ : ‘হিন্দুত্ববাদের আওতনে হাওয়া দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই দাবি দেশের শাসকদের বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সরব উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার মুখপত্র ‘সামনায়’। স্পষ্ট ভাষায় বিজেপির উগ্র হিন্দুত্বকে তেপ দাগা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, ‘দশ বছরে ভারতের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম দুটি আলাদা দেশ গঠিত হয়েছে। যে পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে তা স্বাধীনতার সময়ের ভারত-পাকিস্তান দ্বীরাষ্ট্রের মতোই। শিবাজির ইতিহাস বদলে দেওয়া, হিন্দু-মুসলিমদের জন্য আলাদা দোকানের দাবি তোলা, এসব কিছু অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে। যা ভারতকে হিন্দু পাকিস্তানের পথে ঠেলে দিচ্ছে।’ স্পষ্টভাষায় সামনাতে লেখা হয়েছে- ‘আজ সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় হিসসা ভাবহতভাবে বেড়েছে। দেশভাঙার আগেও ঠিক এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আজ এখানে কিছু হিন্দু নেতা জিন্নার ভূমিকা পালন করছেন। যা দেশের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।’ পাশাপাশি অতীত ইতিহাস তুলে ধরে লেখা হয়েছে, দেশে দ্বীরাষ্ট্র নীতি তুলেছিলেন সাভারকার। উনি মুসলিমদের জন্য আদালা দেশ দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। আত্মস্বৈরদের মুখেও একবার একথা শোনা গিয়েছিল। তিনি বলেন, হিন্দু ও মুসলিম দুটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে দেখা যেতে পারে। তবে নেহেরু ছিলেন বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি স্পষ্ট জানান, দেশের সংবিধান হবে ধর্ম নিরপেক্ষ। ভারতকে আমি হিন্দু পাকিস্তান হতে দেব না। ইতিহাস সাক্ষী আছে, যে দেশ ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে সে ভেঙে টুকরো হয়েছে। নেহেরুর জন্য এই ভারত আজও টিকে রয়েছে। তবে মোদি জমানা ফের দেশকে ভাঙার পথে নিয়ে যাচ্ছে। হিন্দু পাকিস্তানের পথে।’ বিজেপি স্পষ্টভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছে মুসলিমদের সঙ্গে আমরা থাকব না। সংঘ অবশ্য জানিয়েছে, এই দেশের সব মুসলিমের ডিএনএ একই। অথচ মহারাষ্ট্রে মুসলিমদের জন্য আলাদা দোকানের ঘোষণা করা হয়েছে। মোহন ভাগবত কি এটা মানছেন? বিজেপি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দুদের মনে ঘৃণার বীজ বপন করছে। এরা ঔরঙ্গজেবের কবর উপড়ে ফেলতে চাইছে। কিন্তু বাস্তবে যারা এটা চাইছে তারা ঔরঙ্গজেবের চেয়েও ভয়ানক।’ খোদ মোদি বলছেন, ওরা আপনাদের মঙ্গলত্ব কেড়ে নেবে। পর পর এক ঘটনায় স্পষ্ট যে এরা ঠিক কি চায়। সামান্য দাবি, আসলে এরা যেটা চায় তা দেশের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।

আরএসএস-এর চেয়ে বড় ‘স্বয়ংসেবী সংঘ’ পৃথিবীতে আর নেই : প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : আরএসএস-এর চেয়ে বড় ‘স্বয়ংসেবী সংঘ’ পৃথিবীতে আর নেই। এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, আমি নিজেকে ভাণ্ডারান মনে করি যে, আমি আরএসএসের মতো একটি সামান্য সংগঠনের কাছ থেকে জীবনের সারমর্ম এবং মূল্যবোধ শিখেছি। আমি একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন পেয়েছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন প্রখ্যাত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষক এবং পডকাস্টার লেজ ফ্রিডম্যান। রবিবার বিকেলে মুক্তি পায় তিন ঘণ্টার সেই পডকাস্ট। এই পডকাস্ট-এ লেজ ফ্রিডম্যানের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, ছোটবেলায় আরএসএসের শাখায় যোগ দিতে সবসময়ই ভালো লাগত। আমার সবসময় একটাই লক্ষ্য ছিল, দেশের কাজে নিয়োজিত হওয়া। ‘সংঘ’ (আরএসএস) আমাকে এটিই শিখিয়েছে। এই বছর আরএসএস ১০০ বছর পূর্ণ করছে। আরএসএসের চেয়ে বড় ‘স্বয়ংসেবী সংঘ’ পৃথিবীতে আর নেই। আরএসএস-কে বোঝা সহজ কাজ নয়, এর কার্যকারিতা বুঝতে হবে। আরএসএস শেখায় দেশেই সবকিছু এবং সমাজসেবাই ঈশ্বরের সেবা। প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেছেন, আমাদের বৈদিক সাধক এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে শিক্ষা দিয়েছেন, সংঘও সেই শিক্ষা দেয়। আরএসএস-এর কিছু সদস্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব আনার জন্য ‘বিদ্যা ভারতী’ নামে একটি সংগঠন চালু করেছিলেন। তারা সারা দেশে ৭০০০০ স্কুল পরিচালনা করে, ৬০ লক্ষ শিক্ষার্থী একই সময়ে স্কুলে পড়াশোনা করে।

আজ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে শপথ জয়মাল্য বাগচির



দুরন্ত কলকাতা, ১৭ মার্চ : সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে আজ সোমবারই শপথ নেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি। সোমবার তাঁকে শপথধাক্য পাঠ

করাবেন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। উপস্থিত থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের অন্য বিচারপতিরাও। সুপ্রিম কোর্টে অনুমোদিত বিচারপতির সংখ্যা ৩৪। এই মুহূর্তে শীর্ষ আদালতে ৩২ জন বিচারপতি কর্মরত। জয়মাল্য বাগচি শপথ নিলে সোমবার থেকে সেটা হবে ৩৩। গত ৬ মার্চ দেশের শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিসেবে কলকাতা হাই কোর্টের এই অভিজ্ঞ বিচারপতির নাম সুপারিশ করে কলেজিয়াম। তারপর আইনমন্ত্রক সেই সুপারিশ প্রথাগামিক রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠায়। রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দেওয়ার গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি পদে বিচারপতি বাগচির নাম চূড়ান্ত হয়। সোমবার থেকেই তাঁর কেরিয়ারের নতুন অধ্যায় শুরু হবে। সব মিলিয়ে ৬ বছরের কিছু বেশি সময় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে থাকবেন তিনি। জয়মাল্য বাগচি কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি হন ২০১১ সালের ২৭ জুন। ২০২১ সালের ৪ জানুয়ারি তিনি অঙ্গপ্রদেশ হাই কোর্টের বিচারপতির দায়িত্ব পান। কিন্তু ৮ নভেম্বর ফের তিনি কলকাতা হাই কোর্টে ফেরেন। সেই থেকে তিনি কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি দায়িত্বই পালন করছেন। এবার, সব মিলিয়ে ১৬ বছরেরও বেশি সময় হাই কোর্টের বিচারপতি থাকার পর তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন তিনি। কলেজিয়ামের তরফে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, ‘হাই কোর্টের বিচারপতি থাকাকালীন জয়মাল্য বাগচি আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছেন।’ প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা বা কামদুর্নি মামলার মতো মামলায় হাই কোর্টের বিচারপতি পদে ছিলেন জয়মাল্য বাগচি। সব ঠিক থাকলে ২০৩১ সালে বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথরের অবসর গ্রহণের পর বিচারপতি বাগচিই হতে চলেছেন দেশের প্রধান বিচারপতি। তবে সেই বছরের মে মাসে দায়িত্ব নিলেও অক্টোবরেই অবসর নেওয়ার কথা তাঁরা। যদি সেটাই হয়, তাহলে জয়মাল্য বাগচিই আলতামাস কবীরের পর কলকাতা থেকে প্রধান বিচারপতি হবেন।

ভুয়ো ভোটের ধরাই পাখির চোখ! আসন পুনর্বিন্যাস ইস্যুতে ধীরে চলো তৃণমূলের

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস ইস্যুতে ধীরে চলো নীতি নিয়ে চলতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড বা ভুয়ো ভোটের বিষয়টিই তৃণমূলের কাছে বর্তমানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আগামী বছর রাজ্যের বিধানসভা ভোট। তার আগে চলতি বছরের মধ্যেই ভুয়ো ভোটের সমস্যা সমাধান করাতেই রাজ্যের শাসকদল অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সস্ত্রুতি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দেশের কয়েকজন অ-বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ও প্রান্তর মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাসের বিষয়টিতে সতর্ক করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে নেতা এম কে স্ট্যালিন। আগামী ২২ মার্চ চেন্নাইতে এই ইস্যুতে বৈঠকে তৃণমূল নেত্রীকে আমন্ত্রণও জানিয়েছেন তিনি।



মমতাবার অবশ্য সেই সময়ে লন্ডন সফর রয়েছে, তাই তিনি নিজে চেন্নাইয়ের বৈঠকে থাকতে পারবেন না। পরিসরে তৃণমূলের কৈনও উচ্চপার্শ্বের নেতাকে তিনি সেই বৈঠকে পাঠাতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। স্ট্যালিনের আমন্ত্রণে সৌজন্য রক্ষায় প্রতিনিধি পাঠানো হলেও আসন পুনর্বিন্যাস ইস্যু নিয়ে এখনই তৃণমূল আমাদের এখনও জানাতে পারেনি। কবে জানাবে সেটাও স্পষ্ট করেনি। তিন মাসের মধ্যে এই বিষয়টির সমাধান করবে বলে কমিশন বলেছে ঠিকই, কিন্তু সূরজা কত বড় সেটা না জেনেই কীভাবে সময়সীমার কথা কমিশন বলছে সেটাও বড় প্রশ্ন। বিধানসভা ভোটের চূড়ান্ত ভোটের তালিকা তৈরির আগেই ডুপ্লিকেট এপিক কার্ডের বিষয়টির সমাধান করাই আমাদের এখন প্রধান কাজ। আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে তৃণমূলের

আলাদা জেলাতেও একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটের রয়েছে। এই সংখ্যা কত সেটা নির্বাচন কমিশন আমাদের এখনও জানাতে পারেনি। কবে জানাবে সেটাও স্পষ্ট করেনি। তিন মাসের মধ্যে এই বিষয়টির সমাধান করবে বলে কমিশন বলেছে ঠিকই, কিন্তু সূরজা কত বড় সেটা না জেনেই কীভাবে সময়সীমার কথা কমিশন বলছে সেটাও বড় প্রশ্ন। বিধানসভা ভোটের চূড়ান্ত ভোটের তালিকা তৈরির আগেই ডুপ্লিকেট এপিক কার্ডের বিষয়টির সমাধান করাই আমাদের এখন প্রধান কাজ। আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে তৃণমূলের

মমতাকে লেখা চিঠিতে সীমানা পুনর্বিন্যাসের ফলে বিরোধীশাসিত রাজ্যগুলির লোকসভার আসন কমেতে পারে বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্ট্যালিন। তিনি লিখেছেন, ২০২৬ সালের পরে যদি কেবল জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে সংসদীয় আসন বন্টন করা হয় তবে তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং পাঞ্জাবের মতো রাজ্যগুলি প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হতে পারে। বিরোধী রাজ্যগুলিকে প্রতিরোধের আহবান জানিয়েছেন স্ট্যালিন।

জোড়াসাঁকোয় মেরামতি চলাকালীন হুড়-মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল শতাব্দী প্রাচীন বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মার্চ : খাস কলকাতায় ফের ভাঙল বাড়ি। রবিবার দুপুরে জোড়াসাঁকো থানা এলাকার মুজুমদারবাড়ি স্ট্রিটে পুরনো বাড়ির কিছুটা অংশ ভেঙে পড়ে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। বাড়িটি সংস্কারের কাজ চলছিল। ফলে ধ্বংসস্তূপে এক শ্রমিক আটকে পড়েন। পরে অবশ্য তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংকীর্ণ গলির মধ্যে থাকা বহু পুরনো চারতলা বাড়িটিতে সংস্কারের কাজ চলছিল। ফলে বাড়ি ফাঁকিই ছিল। এদিন কাজ চলাকালীন আচমকাই হুড়মুড়িয়ে বাড়ির সামনের অংশ ভেঙে পড়ে। ভাঙা অংশে আটকে পড়েন কর্মী। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর আঘাত গুরুতর নয় বলেই খবর।



জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ চারিদিক ঘিরে ফেলা হয়। এসেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল এবং সিইএসসি অফিসের কর্মীরাও। বাড়ির ভিতরে এখনও তল্লাশি

এদিকে বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে

চলছে, টিটের আলো দিয়ে দেখা হচ্ছে, ভিতরে আর কেউ আটকে

‘সিপিআইএমের পতনের কারণে বাংলা-ত্রিপুরা’ঃকারাত!

১৬ মার্চ : কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী) বা সিপিআই(এম)-এর পতনের পিছনে প্রধান কারণ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার দলের সমর্থনের ভিত্তি ক্ষয়কে চিহ্নিত করেছেন দলের প্রবীণ নেতা প্রকাশ কারাত। তিনি জানিয়েছেন, আগামী অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেসে দলের শক্তি পুনর্গঠনের জন্য একটি রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা হবে। ২০০৫ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব

পালনকারী কারাত আরও বলেছেন, ১৯৯৬ সালে দলের প্রবীণ নেতা জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রী পদ প্রত্যাখ্যানকে তিনি দলের পতনের কারণ হিসেবে বিবেচনা করেন না। পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কারাত বলেন, এটা সত্য যে দলের স্বাধীন শক্তি এবং প্রভাব বৃদ্ধি পায়নি। এর মূল কারণ হল পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় আমাদের সমর্থনের ভিত্তির ক্ষয়, যে দুটি রাজ্য আমাদের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল।

সেইমতো সুনীতাদের ফেরাতে প্রস্তুতি শুরু করে তাঁর সংস্থা স্পেস এক্স। নাসার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘মিশন’। গত ১২ মার্চ অর্থাৎ বুধবার ভোর ৫টা ১৮ নাগাদ আমেরিকার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেস এক্সের ফ্যালকন নাইন রকেট উল্ক্ষেপ করার কথা ছিল। কিন্তু উল্ক্ষেপের ৪ ঘণ্টা আগেই যান্ত্রিক ত্রুটি নজরে আসে। অভিযান বাতিল করে আসা। পরের দিন ফের অভিযান শুরু করার কথা থাকলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রতিকূল আবহাওয়া। অবশেষে ভারতীয় সময় অনুযায়ী গতকাল শনিবার ভোর সাড়ে ৪টো নাগাদ ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে সুনীতাদের ফিরিয়ে আনার জন্য মহাকাশে পাড়ি দেয় ফ্যালকন ৯ রকেট।

মহাকাশে পৌঁছে গেল মাস্কের মহাকাশযান, বুধেই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন সুনীতাদের!

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : উক্ঠা, প্রতীক্ষার অবসান। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) পৌঁছে গেল এলন মাস্কের ফ্যালকন ৯ রকেট। যার মধ্যে থাকা ক্রিউ-১০ মহাকাশযান চেষ্টে পৃথিবীতে ফিরবেন সুনীতা উইলিয়ামস, বুচ উইলমোর। ইতিমধ্যেই তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে চার নভোচর অ্যান ম্যাক্রেন, নিকোল আয়ার্স, তাকুয়া ওনিশি এবং কিরিল পেসকভের। তাঁদের সমস্ত কাজ বুধিবে ওই মহাকাশযানে চেষ্টেই বুধবার পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন সুনীতারা। জানা গিয়েছে, ভারতীয় সময় অনুযায়ী আজ রবিবার সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে রকেটটি মহাকাশ স্টেশনে অবতরণ করে। গোটা প্রক্রিয়া নিরাপদে সম্পন্ন হয়েছে বলেই জানিয়েছে নাসা। তবে মহাকাশযানটির দরজা খুলতে সময় লাগে এক ঘণ্টা। কারণ সেখানকার পরিবেশে, সুরক্ষা, ভিতর ও বাইরের চাপ সমস্ত কিছু পরীক্ষা

করতে হয়। এরপর ১০টা ৩৫ নাগাদ মহাকাশযানটির দরজা খোলে। একে একে বেরিয়ে আসেন নাসার অ্যান ম্যাক্রেন এবং নিকোল আয়ার্স, জাপানের তাকুয়া ওনিশি এবং রাশিয়ার কিরিল পেসকভ। সকলের সঙ্গে চোখে পড়ার মতো। নাসা সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ভারতীয় সময় অনুযায়ী আগামী বুধবার দুপুরে দেড়টা নাগাদ মহাকাশ থেকে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন সুনীতা ও বুচ। তাঁদের সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরবেন নাসার নিক হগ এবং রাশিয়ার আলেকজান্ডার গর্বুনাভ। কিছুদিন ক্রটি ধরা পড়লে তাতে সুনীতা ফেরা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। নাসাও

স্টেশনে গিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, গত বছরের মে মাসে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন সুনীতা এবং বুচ। আট দিন পরেই তাঁদের পৃথিবীতে ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু যে মহাকাশ যানে চেষ্টে তারা যান, সেই বোয়িং স্টারলাইনারে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়লে তাতে সুনীতা ফেরা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। নাসাও

কিন্তু নানা কারণে অভিযানে বারবার বাধা পড়ে। ফলে মহাকাশে আটকে পড়েন সুনীতা ও বুচ। তাঁদের সেই আট দিনের মহাকাশ সফর ৯ মাসে গড়ায়। গত বছর থেকে মহাশূন্যে

বন্দি থাকা দুই নভোচরকে ফেরাতে ‘মাস্কের সাহায্য চেষ্টেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁকে এবিষয়ে আশ্রুস্ত করেন টেসলা কর্তা। সেইমতো সুনীতাদের ফেরাতে প্রস্তুতি শুরু করে তাঁর সংস্থা স্পেস এক্স। নাসার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘মিশন’। গত ১২ মার্চ অর্থাৎ বুধবার ভোর ৫টা ১৮ নাগাদ আমেরিকার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেস এক্সের ফ্যালকন নাইন রকেট উল্ক্ষেপ করার কথা ছিল। কিন্তু উল্ক্ষেপের ৪ ঘণ্টা আগেই যান্ত্রিক ত্রুটি নজরে আসে। অভিযান বাতিল করে আসা। পরের দিন ফের অভিযান শুরু করার কথা থাকলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রতিকূল আবহাওয়া। অবশেষে ভারতীয় সময় অনুযায়ী গতকাল শনিবার ভোর সাড়ে ৪টো নাগাদ ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে সুনীতাদের ফিরিয়ে আনার জন্য মহাকাশে পাড়ি দেয় ফ্যালকন ৯ রকেট।

বালোচ, কনভয়ের পর বোমায় উড়ল বাস, মৃত ৯৫ সেনা!

১৬ মার্চ : জাফার এক্সপ্রেস অপহরণের রেশ কাটতে না কাটতে ফের রক্তাক্ত পাকিস্তান। গত শনিবার বালোচিস্তানের তুরবত অঞ্চলে পাকিস্তান সেনার কনভয়ে আইইডি হামলা চালায় বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। বালোচ বিদ্রোহীদের দাবি, তাদের হাতে মারা গিয়েছে অন্তত ৯০ জন পাক সেনা আধিকারিক। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আজ রবিবারও বালোচিস্তানে নিরাপত্তাবাহিনীর বাস বোম মেরে উড়িয়ে দেয় বিদ্রোহীরা। শেষ পাওয়া খবর মোতাবেক, এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ অফিসারের। আহত ১০। সূত্রে খবর, আজ হামলার ঘটনাটি ঘটে বালোচিস্তানের নওশকি অঞ্চলে। রাত্তর্য ধরেই বোমা রাখা ছিল। পাক নিরাপত্তাবাহিনীর বাসটি সেখানে আসতেই বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ৫ পাক

জওয়ান। আহত হন আশপাশের আরও ১০ জন। এনিয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রধান জাফার জামানীয় জানান, মৃত্যু আরও বাড়তে পারে। জখমদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে বালোচ বিদ্রোহীরা জানায় অন্তত ৯০ জন পাক সেনা তাদের হাতে মারা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বালোচিস্তানের বোলোনে জাফার এক্সপ্রেস অপহরণ করেছিল বালোচ বিদ্রোহীরা। দীর্ঘ অভিযানের পর পাক সেনার তরফে দাবি করা হয় সব বিদ্রোহীদের হত্যা করে অপহৃতদের উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও পালাটা বিদ্রোহীদের তরফে জানানো হয়, ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা পার হওয়ার পর ২১৪ জন পণবন্দিকে হত্যা করা হয়েছে। এরা সকলেই পাক সেনার সঙ্গে যুক্ত

করা হয়েছে। ঘটনার দায় স্বীকার করেছে বিএলএ। এর আগে গতকাল চিম-পাকিস্তান ইকোনোমিক করিডোরের যথেষ্ট দক্ষিণ বালোচিস্তানের দিকে থাকলে সেনা কনভয়। ঠিক সেই সময় সেনার কনভয়ে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। হামলার দায় স্বীকার করে বালোচ বিদ্রোহীরা জানায় অন্তত ৯০ জন পাক সেনা তাদের হাতে মারা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বালোচিস্তানের বোলোনে জাফার এক্সপ্রেস অপহরণ করেছিল বালোচ বিদ্রোহীরা। দীর্ঘ অভিযানের পর পাক সেনার তরফে দাবি করা হয় সব বিদ্রোহীদের হত্যা করে অপহৃতদের উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও পালাটা বিদ্রোহীদের তরফে জানানো হয়, ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা পার হওয়ার পর ২১৪ জন পণবন্দিকে হত্যা করা হয়েছে। এরা সকলেই পাক সেনার সঙ্গে যুক্ত

করা হয়েছে। ঘটনার দায় স্বীকার করেছে বিএলএ। এর আগে গতকাল চিম-পাকিস্তান ইকোনোমিক করিডোরের যথেষ্ট দক্ষিণ বালোচিস্তানের দিকে থাকলে সেনা কনভয়। ঠিক সেই সময় সেনার কনভয়ে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। হামলার দায় স্বীকার

করা হয়েছে। ঘটনার দায় স্বীকার করেছে বিএলএ। এর আগে গতকাল চিম-পাকিস্তান ইকোনোমিক করিডোরের যথেষ্ট দক্ষিণ বালোচিস্তানের দিকে থাকলে সেনা কনভয়। ঠিক সেই সময় সেনার কনভয়ে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। হামলার দায় স্বীকার

সংসদ অধিবেশন চলাকালীন ‘কেন বিদেশ সফর’ রাহুলকে বিঁধল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : ফের রাহুল গান্ধীর বিদেশযাত্রা নিয়ে প্রশ্ন! বিরোধী দলনেতা বার বার কেন বিদেশ যাত্রা করেন? প্রশ্ন তুলে সরব বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের বক্তব্য, সংসদের অধিবেশন চলাকালীন বিরোধী দলনেতার এই বারবার বিদেশযাত্রা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের। সংসদের অধিবেশন চলাকালীন লোকসভার বিরোধী দলনেতা কেন বিদেশ সফরে? জবাবদিহিও চাইল তারা। এবারেই অবশ্য প্রথম নয়, রাহুল গান্ধীর বিদেশ সফর নিয়ে আগেও অনেকবার প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। শনিবার দলের বর্ষীয়ান সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ বিজেপির সদর দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করে জানতে চান রাহুল গান্ধী কোথায় রয়েছেন? সঙ্গে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আমি শুনেছি তিনি ভিয়েতনাম গিয়েছেন। বর্ষবরণের সময়েও তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ভিয়েতনামে ছিলেন। সেখানে সেবারে তিনি ২২ দিন ছিলেন। নিজের লোকসভা কেন্দ্রে তো উনি কোনওদিন এত সময় কাটাননি। ভিয়েতনামের প্রতি রাহুলের এত প্রেম কেন সেই প্রশ্নও তুলেছেন প্রসাদ।



বিজেপির অস্থিটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য ঘনঘন রাহুলের বিদেশ সফর রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার জন্য চিন্তার বিষয় বলে দাবি করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিরোধী দলনেতার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন রাহুল গান্ধী। কিন্তু তাঁর গুপ্ত বিদেশ সফর, বিশেষত যখন সংসদের অধিবেশন চলছে, তা কতটা উচিত এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে গভীর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। রাহুল বিদেশ সফরে কোথায় যান তার বিশদ বিবরণ সংসদ বা জনসমক্ষে কোথাও দেওয়া হয় না বলেও সরব হয়েছেন মালব্য।

টাকার বিনিময়ে চাকরির টোপ! গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা

দুরন্ত বার্তা, বর্নগাঁ, ১৬ মার্চ : ২০২৬ নির্বাচনের আগে দুর্নীতির কালি লাগল রাজ্য বিজেপি শিবিরে। টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার টোপ দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন বিজেপির বর্নগাঁ সাংগঠনিক জেলার কোষাধ্যক্ষ। তিনি আবার মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও বর্নগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল ঘনিষ্ঠ। বিজেপি নেতার গ্রেপ্তারের খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পরতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপি বর্নগাঁ সাংগঠনিক জেলার কোষাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন তিনি। মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের পাশাপাশি বর্নগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মণ্ডলের সঙ্গেও যথেষ্ট সখ্যতা রয়েছে তাঁরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি জলজ্বল করছে। অভিযোগ, চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ-লক্ষ টাকা হাতিয়েছিল লক্ষ্মণ ঘোষ। সেই সূত্রে ধরেই গ্রেপ্তারি। এ প্রসঙ্গে বর্নগাঁ তৃণমূল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশুজিৎ দাসের দাবি, অভিযুক্ত লক্ষ্মণ চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ-লক্ষ টাকা হাতিয়েছে। করোনার আগে থেকেই এই ধরনের ছোটো-বড়ো বিজেপি নেতা বাজার থেকে টাকা তুলেছে। দলটা পুরোটাই দুর্নীতিগ্রস্ত, এটা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত বিজেপিকে দূর করে দেবে। বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, বিজেপিতে ঘনিষ্ঠ বলে কিছু হয় না। কে কার সঙ্গে ছবি তুলল এবং কোথায় পোস্ট করল সেটা দেখার দায়িত্ব দলের নয়। এটা ২০১৮ সালের ঘটনা। ২০১৮ সাল থেকে তিনি (লক্ষ্মণ) জামিনে মুক্ত আছেন। আদালতে হাজিরা না দেওয়ায় গত বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটা ওই নেতার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। তার দায় দলের নয়। আইন আইনের পথে চলবে। তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রশাসন নেবে। এতে আমাদের কিছু বলার নেই। তবে তৃণমূলের যে নেতারা এসব সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়াচ্ছেন তাঁরা আপদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত।

বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মার্চ : নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত বিজেপি, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই শেষ কথা বলে, জানিয়ে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। রবিবার বিধাননগরে দলীয় কার্যালয়ে উচ্চ পর্ষায় সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে যোগ দেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মঙ্গল পাণ্ডে, অমিত মালব্য, সতীশ ধনদ, লকটে চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিজেপির সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠকে যোগ দিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, নেতৃত্বে বদল হতে পারে, কিন্তু সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার কাজ ধারাবাহিক ভাবে চলবে।



বালোচ বিদ্রোহীরা। দীর্ঘ অভিযানের পর পাক সেনার তরফে দাবি করা হয় সব বিদ্রোহীদের হত্যা করে অপহৃতদের উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও পালাটা বিদ্রোহীদের তরফে জানানো হয়, ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা পার হওয়ার পর ২১৪ জন পণবন্দিকে হত্যা করা হয়েছে। এরা সকলেই পাক সেনার সঙ্গে যুক্ত

রাইসিনা সংলাপ ২০২৫-এর সূচনা সোমবার, চলবে ১৯ মার্চ পর্যন্ত

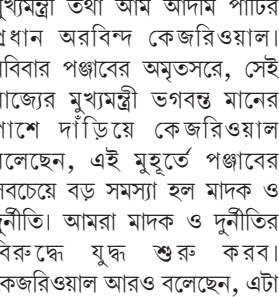
নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাইসিনা সংলাপ ২০২৫। এটি ভারতে আয়োজিত ভূ-রাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতি সংক্রান্ত সর্ববৃহ সম্মেলন। এই বছর এই সম্মেলনের দশম সংস্করণ। সম্মেলন চলবে ১৭ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত। এবারের থিম কলাচক্র- পিউপল, প্লেস, প্ল্যানेट।সোমবার রাইসিনা ডায়লগের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও নিউ জিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুঙ্কান। উপস্থিত থাকবেন ১৮টি দেশের বিদেশ মন্ত্রী, বাণিজ্যিক সম্প্রদার প্রধান ও বিদেশমন্ত্রী'র বিশেষজ্ঞরা। পরিবর্তিত আন্তর্জািতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে চিনকে উপেক্ষা করে প্রথমবার আসছেন তাইওয়ানের শীর্ষ প্রতিকক্ষা বিশেষজ্ঞ।

সুস্থ ভারত লক্ষ্য, আহমেদাবাদে ‘ফিট ইন্ডিয়া সানডে অন সাইকেল’ অভিযানে মনসুখ



আহমেদাবাদ, ১৬ মার্চ : সুস্থ ভারতের লক্ষ্যে এই রবিবারও ‘ফিট ইন্ডিয়া সানডে অন সাইকেল’ অভিযানে অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়ার। রবিবার সকালে গুজরাটের আহমেদাবাদে, সবারমতী নদীর তীরে ‘ফিট ইন্ডিয়া সানডে অন সাইকেল’ অভিযানে অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মনসুখ মান্ডভিয়া। আরও অনেকের সঙ্গে সাইকেল চালান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।তিনি বলেছেন, ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলন বাস্তবায়নের জন্য ‘ফিট ইন্ডিয়া সানডে অন সাইকেল’ আন্দোলন চলছে এবং সর্বত্র তরুণরা এতে অংশ নিচ্ছেন। আপনাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য এটি প্রয়োজন। আপনারা সুস্থ থাকার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ‘বিকশিত ভারতের’ সংকল্প পূরণ করতে পারেন।

পঞ্জাবের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল মাদক ও দুর্নীতি:কেজরিওয়াল



অমৃতসর, ১৬ মার্চ : পঞ্জাবের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল মাদক ও দুর্নীতি। মেনে নিলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার পঞ্জাবের অমৃতসরে, সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের পাশে দাঁড়িয়ে কে জরিওয়াল বলেছেন, এই মুহূর্তে পঞ্জাবের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল মাদক ও দুর্নীতি। আমরা মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করব।কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, এটা ন্যায্যবিচারের লড়াই... ভগবন্ত মান মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার ৫ বছর পূর্ণ করবেন এবং তিনি পরবর্তী ৫ বছরও পূর্ণ করবেন। প্রসঙ্গত, কেজরিওয়াল, তাঁর স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল ও মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান এদিন স্বর্ণ মন্দিরে গিয়ে পূজাচর্চা করেছেন।

আজ,সোমবার সাইনা নেহওয়ালের জন্মদিন



কলকাতা, ১৬ মার্চ :সাইনা নেহওয়াল। ভারতের এই ব্যাটসম্যান তারকার জন্ম ১৭ মার্চ হরিয়ানা রাজ্যের হিসারে। তিনি রাজীব গান্ধী খেলন্ত জমী ভারতীয় ব্যাটসম্যান খেলোয়াড়। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থার র‍্যাঙ্কিং-এ বিশ্বের ২ নং খেলোয়াড়ও হয়েছিলেন। ভারতের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে তিনি অলিম্পিক পদক জয় করেছিলেন। ২০১২ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে ব্রোঞ্জপদক জয়ও করেন।তিনি।তছাড়া প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি বিশ্ব জুনিয়র ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে।

প্রথম বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলন

নয়াদিল্লি(পিআইবি):প্রথম বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলন - ওয়েভস-এর আগে আজ একগুচ্ছ উদ্যোগের ঘোষণা করলো তথা ও সম্প্রচারক মন্ত্রক। নতুন দিল্লির জাতীয় মিডিয়া সেন্টার তথা ও সম্প্রচার, রেল এবং বৈদ্যুতিনি ও তথা প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এই সব উদ্যোগের কথা জানান। তথা ও সম্প্রচার সচিব শ্রী সঞ্জয় জাঙ্জু, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি সচিব শ্রী অরুণিষ চাওলা, চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্রী শেখর কাপুর, প্রসার ভারতীর সিইও শ্রী গৌরব দ্বিবেনী প্রমুখ মিডিয়া সেন্টারে উ পস্থিত ছিলেন। ভারতমি-কে সৃজনশীল অর্থনীতির বিশ্ব রাজধানীতে পরিণত করা -দাঁচেস ইকোনমিক ফোরামের ধাঁচে বিশ্ব দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন সম্মেলনকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলার যে ভাবনা প্রধানমন্ত্রীর রয়েছে, তার প্রতীক্ষনিক তথা ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এটি ভারতের সৃজনশীল অর্থনীতিকে তুলে ধরার বৃহত্তর কৌশলের একটি অঙ্গ। ভারতে গল্প বলার সমৃদ্ধ ইতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য রয়েছে। বিশ্বজুড়ে একেই ‘ ইকোনমি’-র উপাদান বলে মনে করা হয়।শ্রী বৈষ্ণব বলেন, আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, যা একদা স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে শিকাগোর বিশ্ব মেলার হোগান এবং সরবরাহের ক্ষেত্রেও সাহায্য করা হবে। এর ফলে সৃজনকাারীরা তাঁদের ধারণার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবেন। ওয়েভস পুরস্কার -ওয়েভস পুরস্কারের জন্য মনোনয়নপত্র পেশের সময়সীমা চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে।এতে বছরের সেরা গেম, সেরা চলচ্চিত্র, সেরা বিজ্ঞাপন। প্রচার প্রভৃতি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার, জীবনকীর্তি সম্মান, প্রযুক্তি ও সামাজিক প্রভাবের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান প্রভৃতি পুরস্কারেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
তিনটি ট্রেন নতুন ক্রিয়েট ইন মার্কেটিংপ্রেস, তথা ও সম্প্রচার ভারতের বিপুল সৃজনশীল প্রতিভার সঙ্গে বিশ্ববাজারের সংযোগকারী। এই গ্লোবালিফের মাধ্যমে বাবহারকারীরা তাদের বিষয়বস্তু ও প্রকল্প তুলে ধরে ভৌগোলিক গন্তি অগ্রা্ধ করে বিশ্বের সঙ্গে সংযোগসাধন করতে পারবেন।

নাহরলগুন ও চার্লাপল্লির মধ্যে অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)

গুয়াহাটি, ১৬ মার্চঃ উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের মধ্যে ট্রেনের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় তা সামাল দেওয়ার জন্য নাহরলগুন ও চার্লাপল্লির মধ্যে অতিরিক্ত একটি হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)। এই বিশেষ ট্রেন গতটি ট্রিপে চালানো হবে। এই ট্রেন ১৫ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।গত শনিবার এক প্রেস বার্তায় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এ খবর দিয়ে জানান, স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৭০৪৬ চার্লাপল্লি-নাহরলগুন



এখানে প্রয়োজনামাফিক সম্পদ ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে বিশ্বজনীন ব্যবসায়িক আদান-প্রদানের সহজ করা হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের পরিধি বাড়িয়ে বিকাশ ও সাফল্যের নতুন সুযোগ আবিষ্কার করার সুবিধা পাবে।তথা ও সম্প্রচার সচিব বলেন, ওয়েভস বাজারে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, সঙ্গীত, ক্রীড়া, অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এক্ফেক্টস, গেমিং, কমিকস সহ বিনোদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সৃজনকারী, ক্রেতা ও সহযোগী সংস্থাগুলি একত্রিত হতে পারবে। এটি ভৌগোলিক দূরত্ব দূর করে সৃজনকারীদের নিজস্বের প্রতিভা তুলে ধরতে সাহায্য করবে। ওয়েভস বাজারে ব্র্যান্ড সংক্রান্ত সহযোগিতা, অর্থের যোগান এবং সরবরাহের ক্ষেত্রেও সাহায্য করা হবে। এর ফলে সৃজনকাারীরা তাঁদের ধারণার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবেন। ওয়েভস পুরস্কার -ওয়েভস পুরস্কারের জন্য মনোনয়নপত্র পেশের সময়সীমা চলতি বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে।এতে বছরের সেরা গেম, সেরা চলচ্চিত্র, সেরা বিজ্ঞাপন। প্রচার প্রভৃতি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া বিশেষ পুরস্কার, জীবনকীর্তি সম্মান, প্রযুক্তি ও সামাজিক প্রভাবের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান প্রভৃতি পুরস্কারেরও ব্যবস্থা রয়েছে।
তিনটি ট্রেন নতুন ক্রিয়েট ইন মার্কেটিংপ্রেস, তথা ও সম্প্রচার ভারতের বিপুল সৃজনশীল প্রতিভার সঙ্গে বিশ্ববাজারের সংযোগকারী। এই গ্লোবালিফের মাধ্যমে বাবহারকারীরা তাদের বিষয়বস্তু ও প্রকল্প তুলে ধরে ভৌগোলিক গন্তি অগ্রা্ধ করে বিশ্বের সঙ্গে সংযোগসাধন করতে পারবেন।

নাহরলগুন ও চার্লাপল্লির মধ্যে অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)



প্রত্যেক গত শনিবার ১৫, ২২ এবং ২৯ মার্চ ০৮ঃ৪০ ঘটয়া চার্লাপল্লি থেকে রওয়ানা হয়ে সোমবার ১৬ঃ ০০ ঘট্যা নাহরলগুন পৌঁছবে। একইভাবে স্পেশাল ট্রেন নম্বর ০৭০৪৭ নাহরলগুন-চার্লাপল্লি প্রত্যেক মঙ্গলবার ১৮ ও ২৫ মার্চ এবং ১ এপ্রিল ১৩ঃ০০ ঘট্যা

নাহরলগুন থেকে রওয়ানা হয়ে বৃহস্পতিবার ২১৬০০ ঘট্যা চার্লাপল্লি পৌঁছবে। এই ট্রেনগুলি হারমতি জংশন, রাউয়া জংশন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, খড়গপুর জংশন, কটক, বিজয়ানগরম জংশন, বিজয়ওয়াড়া য়ে বিষয়টি উৎসাহিত করেছিল তা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশের ব্যাপক এবং প্রত্যক্ষ সামরিক,আর্থিক এবং রাজনৈতিক সহায়তা। এছাড়া যারা ইসলামিক দ্যাকগোষ্ঠীর নেতাদের জন্য শাসকগণের নিশ্চয়তা প্রদান করছে, তারা সেখানে সবচেয়ে গুরুতর দখলদার সরকারের অপরাধ বন্ধে জাতিসংঘের কার্যকর পদক্ষেপকে বাধ্যপন্থ করেছে এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে এই দেশগুলো ইহুদিবাদী ইসরাইলের অপরাধের অংশীদার হিসেবে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।আশা করা হচ্ছে যে নতুন উন্নয়নের আলোকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় এবং দায়িত্বশীল আন্তর্জাতিক অভি নেতাদের কার্যকর ভূমিকার মাধ্যমে আমরা গাজায় গণহত্যা এবং জাতিগত নিধন সম্পূর্ণ অবসানসহ সম্মত ব্যবস্থাপ্তিগুলোর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করব। দখলদারদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার,গাজা উপত্যকায় তৎক্ষণিক ও ব্যাপক ত্রাণ এবং এই অঞ্চলে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করা এবং গাজার স্থিতিশীল ও ধৈর্যশীল জনগণের দুর্ভোগ কমাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এগিয়ে আসবে বলে আমরা জোর আশাবাদ

দক্ষতার বিশ্বব্যাপী প্রদর্শন - অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ভারতকে কথক, সঙ্গীতকার, বিষয়বস্তু রাচয়িতা এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যের এক সঙ্গমস্থল হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কেবল আমাদের গৌরবজনক অতীতের নিদর্শনই নয়, বিশ্ব মঞ্চে আমাদের ভবিষ্যতের মেরুদণ্ডও বটে। সমৃদ্ধ এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরতেই তথা ও সম্প্রচার মন্ত্রক ওয়েভসের মতো গতিশীল প্ল্যাটফর্মের সূচনা করেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক দক্ষতাই আমাদের সব থেকে বড় সম্পদ। এই উদ্যোগের জন্য তিনি তথা ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ - ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ সারা বিশ্ব থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। এপর্যন্ত ৭০ হাজারেরও বেশি পেশাদার ও উঠতি সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব এই চ্যালেঞ্জে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছে। সংখ্যাটা ক্রমশই বাড়ছে। এপর্যন্ত ৩১টি ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৫টিতে এখনও নাম নথিভুক্ত করার সময় রয়েছে। ২২টিতে বিশ্বের যে কোন প্রান্তের মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারেন। ভারত গল্পকথনের দেশ -বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা শেখর কাপুর বলেন, ভারত সাংস্কৃতিক ও ডিজিটাল বিষয়বস্তু নির্মাণের এক শক্তি কেন্দ্র। চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে গেমিং সর্বত্রই এর বিস্তার। সে জন্যই এই দক্ষতাকে আমরা আমাদের ‘পাওয়ার’ বলি। সুবিস্তৃত এই সৃজনশীল শক্তি আসন্ন ওয়েভস সম্মেলনে আত্মপ্রকাশের মঞ্চ খুঁজে পাবে এবং এই বিশ্বের সৃজনশীল অর্থনীতিতে ভারতের নেতৃত্ব প্রদর্শনের একটিমঞ্চ হয়ে উঠবে বলে শ্রী কাপুর আশা প্রকাশ করেন। এ সুযোগ হারানো চলবে না -এই প্রথম এমন এক সম্মেলনের আয়োজন কাইন হচ্ছে, যেখানে অতিষ্ঠ, ভিত্তিও এক বিনোদন এবং মঞ্চে এসে দাঁড়চ্ছে সারা বিশ্বের সৃজনশীল মানুষের কাছে নিজস্বের প্রতিভা প্রদর্শনের এ এক অনন্য সুযোগ। এই সুযোগ কেন ভাবেই হারানো চলবে না বলে তথা ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মন্তব্য করেন।

৩০ মার্চ ফের মন কি বাত অনুষ্ঠান



নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ৩০ মার্চ, রবিবার মাসিক মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেবেন। ৩০ মার্চ (রবিবার) আবারও শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বৈভার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। এবারের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১২০-তম পর্বা।৩০ মার্চ, রবিবার বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এইআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথা ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে কী বক্তব্য রাখেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

‘ বড়োল্যান্ড শান্তি চুক্তি নিয়ে একদা উপহাস তাচ্ছিল্য করত কংগ্রেস, আজ বড়োভূমিতে কেবল শান্তি ও উন্নয়ন, তাঁরা শক্তিশালী’ঃঅমিত শাহ



কোকরাঝাড় (অসম), ১৬ মার্চঃ‘একদা বড়োল্যান্ড শান্তি চুক্তি নিয়ে উপহাস ও তাচ্ছিল্য করত কংগ্রেস। অথচ এই শান্তি চুক্তির বলে বড়োল্যান্ড আজ পুরোপুরি শান্ত, কেবল উন্নয়ন আর উন্নয়ন। এখানকার মানুষ শক্তিশালী।’ অসমের কোকরাঝাড়ে বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার কোকরাঝাড় জেলা সদর সংলগ্ন দোতামায় অনুষ্ঠিত ‘ অল বারো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন’ (এবিএসইউ)-এর ৫৭-তম ব্রিডিনসীয় বার্ষিক সম্মেলনের শেষ দিেশে হাজারো জনতার সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গমন্ত্রণাোগালীন ০৮ঃ৩০ঃ ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ১০ঃ০৫ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ২৪ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৬ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য ওচন্দ্র কালী)ঃ রবিঃ৯২২০ঃ৩৩ (২২) ৪ পদচম্ভঃ ০১ঃ৫০ঃ২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২ঃ৬২ঃ২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫ঃ১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪ঃ১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৬৩ঃ৮১ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০ঃ৪৪ঃ৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪ঃ৪৩ঃ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩ঃ৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রিঃ লগ্নঃমঙ্গল রাশি সাকাল ০৬ঃ৪৩ঃ১৭ পর্যন্ত। কুহু রাশি সাকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সাকাল ০৯ঃ১৫ঃ৪ পম্ভ। মেষ রাশি সাকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিমুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত।কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৪৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ১২ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ১০ পর্যন্ত। বন্ু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

হরমনপ্রীত ও সবিতা পুরুষ এবং মহিলা হকি ইন্ডিয়ার বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতলেন

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চঃ সপ্তম হকি ইন্ডিয়া বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং ভারতীয় হকির ১০০ বছর পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠিত হল গত শনিবার রাতে।এই অনুষ্ঠানে ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং এবং সিনিয়র গোলরক্ষক সাবিতা পূনিয়া যথাক্রমে পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে হকি ইন্ডিয়া বলবীর সিং সিনিয়র প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার পুরস্কার জিতেছেন।২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে ভারতকে টানা দ্বিতীয় ব্রোঞ্জ পদক এনে দিয়েছিলেন হরমনপ্রীত। আর তিনি টোকিও গেমসের ব্রোঞ্জ পদকজয়ী দলেরও সদস্য ছিলেন।আর টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ের কাছাকাছি পৌঁছেও সবিতার ব্রোঞ্জ পদক জেতা পূনিয়া তৃতীয় স্থান নির্ধারণের মার্চে ফ্রেট ব্রিটেনের কাছে হেরে গিয়েছিল সবিতা।তারে সবিতা পূনিয়ার জন্য এই ছিল দ্বিগুণ উদযাপন। কারণ তিনি ২০২৪ সালে হকি ইন্ডিয়া বলজি সিং বর্ষসেরা গোলরক্ষক সম্মাননাও প্রদান করা হয়।

ঝাড়খণ্ডের গিরিডির পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে, দাবি পুলিশের

গিরিডি, ১৬ মার্চ : ঝাড়খণ্ডের গিরিডির পরস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে, এমনটাই দাবি করল পুলিশ। তবে, এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে, আর তিহে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী। শুক্রবার হেলির শোভাযাত্রা ঘিরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তেজনা ছিলে পড়ে গিরিডিতে। আঙুন ধরিয়ে দেওয়া হয় একাধিক গাড়িতে।শনিবার সকালে খোরিমাছ্যা সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করা হচ্ছে...আমরা কারওর আহত হওয়ার কোনও তথ্য পাইনি। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে আছে। খোরিমাছ্যা সাব ডিভিশনের এসডিএম অনিমেষ রঞ্জন বলেন, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে এবং শান্তিপূর্ণ। গতকাল, মার্জিস্টেট এবং বাহিনী এখানে ছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জেলা প্রশাসক শ্মিতা কুমারী বলেন, মার্জিস্টেট পর্যায়ের তদন্তের মাধ্যমে ইতিবাঞ্ছী দেওয়া হয়েছে। পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং সর্বক্ষণ নজরদারি করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।

দুরন্ত বার্তা

বালিগঞ্জে নতুন ওয়াগন পরীক্ষাকেন্দ্র চালু পূর্ব রেলের

কলকাতা, ১৬ মার্চ : বালিগঞ্জে নতুন ওয়াগন পরীক্ষা কেন্দ্র চালু করেছে পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এর অন্যতম কারণ হল - নিরাপত্তায় জোরা। বালিগঞ্জে আট নম্বর লাইনে এই কাজ হয়ে থাকবে। চলতি মাসের ১৩ তারিখ থেকে শুরু সেই কাজ। এই কাজের জন্য নতুন মালবাধী কামরা তৈরি করেছে - হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইন্সট্রি্জ লিমিটেড ও ভারতীয় ইলেকট্রিক স্টিল কোম্পানি। উল্লেখ্য, এই দুই সংস্থা রেলের রোলিং স্টক ও যন্ত্রপাতি ও ওয়াগান তথা কমরা, যাত্রী বাধী রেলগুন্ডে কোচ এবং রেলের অন্যান্য সামগ্রী কাস্টিং প্রভৃতি নির্মাণ করে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ ১৭ মার্চ ২০২৫, ৫৬৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ২চৈত্র চান্দ্র ৬ ফাল্গুন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাহ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৬৩০ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈত্রেঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ ২৯ ফাল্গুন মাঘ, মুসলিমঃ৫-শা’বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ৪০ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসংস্কৃতী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৬ দং ৫৭ঃ৩০ঃ২.৫ পর্যন্ত।ক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬ঃ১৪ঃ২০ পর্যন্ত পূর্ণ তরলীকরণের রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০ঃ৬২.৫ পর্যন্ত পরে ববিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৬ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২ঃ১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ১০ঃ০৫ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ২৪ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৬ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য ওচন্দ্র কালী)ঃ রবিঃ৯২২০ঃ৩৩ (২২) ৪ পদচম্ভঃ ০১ঃ৫০ঃ২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২ঃ৬২ঃ২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫ঃ১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪ঃ১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৬৩ঃ৮১ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০ঃ৪৪ঃ৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪ঃ৪৩ঃ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩ঃ৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রিঃ লগ্নঃমঙ্গল রাশি সাকাল ০৬ঃ৪৩ঃ১৭ পর্যন্ত। কুহু রাশি সাকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সাকাল ০৯ঃ১৫ঃ৪ পম্ভ। মেষ রাশি সাকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিমুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত।কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৪৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ১২ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ১০ পর্যন্ত। বন্ু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে আরও বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। স্বাভাবিকের থেকে তাপমাত্রা থাকবে অনেকাধিক বেশি। পশ্চিমের কিছু জেলায় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাসও রয়েছে। সেখানে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শনিবার কলকাতার ন্যূনতম তাপমাত্রা ছিল ২৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৭ ডিগ্রি বেশি।আগামী ২-৩ দিন দক্ষিণবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে। রবিবার তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকু ডাা, পুরুলিয়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে ৩.৭ ডিগ্রি বেশি।আগামী ২-৩ দিন দক্ষিণবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে। রবিবার তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকু ডাা, পুরুলিয়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমানের দু’-এক জায়গায়। দাপ্রববাহের পূর্বাভাস রয়েছে তাপপ্রবাহের কিছু জেলায়ও থাকবে গরম। জোয়ার-সকালঃ টা ৫০ মিটি এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫০মিনিট এবং রাত ০১ টা ৫২মিনিট। সূর্যউদয় সকাল ৫টা ৪৬মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৬মিনিট।

চৈত্রের শুরুতেই গরম বৃদ্ধি

দূরস্বভার্ভা, ১৬ মার্চ ৪ চৈত্রের সবে শুরু। এখন থেকেই চালিয়ে ব্যাটিং শুরু করেছে গরম। রবিবার দক্ষিণবঙ্গের ছয় জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি হতে পারে। বাকি জেলাগুলিতেও গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, পশ্চিমের জেলাগুলি ছাড়াও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতেও রবিবার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি থাকবে। গরমও অস্বস্তিকর আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতেও। গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে দুই ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়াতে।

সোমবারেও বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর-বর্ধমান ও বীরভূম জেলাতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি হতে পারে। যা স্বাভাবিকের তুলনায় ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি উঠতে পারে। রবি ও সোমবার হট ডে কলকাতায়। বেকা বাড়লে সূর্যের তাপে দাবাদাহের মতো পরিস্থিতি। সোমবার পর্যন্ত গরম চরমে থাকবে দিনের বেলায়। ভোর ও সন্ধ্যায় মনোরম আবহাওয়া কার্যত উধাও। রাতের গরম ও অস্বস্তি থাকবে। গরম আরও বাড়বে বলে আবহাওয়া দফতর থেকে বলা হয়েছে। তবে মঝে মধ্যে দু এক পশলা বৃদ্ধি হতে পারে উত্তরবঙ্গে। কলকাতায় এই মুহূর্তে বৃষ্টি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে এসি চালানোর সময় এখনও আনেনি।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

দূরস্বভার্ভা, ১৬ মার্চ ৪ বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের উদ্বোধনে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার বাস্তবায়িত হল কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। রবিবার সকালে ব্যারাকপুর ২ ব্লকের বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের চার্দপুর লেনিনগড় ডি ব্লকে কবর খোলা ময়াদানে শুভ উদ্বোধন হল কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। ফিতে কেটে ফলকেস্ট উন্মোচন করেন রাজ্যের কৃষি ও পরিবদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মন্ত্রী বলেন এটা অব্যাহি অনুকরণীয়। শুধু একটা পঞ্চায়েত নয় প্রায় প্রত্যেক টা পঞ্চায়েতে ও পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের একটাই সমস্যা জঞ্জাল কৈথায় ফেলা হবে। জঞ্জাল যন্ত্রণার কারন। যদি নিজেদের আনন্দের কারনে পরিনত করতে পারি স্টো বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত করে দেখিয়েছে। পচনশীল ময়লা আর্বজনা একটা জায়গায় ফেলে গোবরের লোয়ার দিচ্ছে। তার ওপরে কল্যাগাছের তগা, কচুরিপানা ফেলে গোবর সার দিয়ে অসাধারণ জৈব সারে পরিনত হবে। এটা সম্পূর্ণ কৃত্রিম জৈব সার।



অসাধারণ উদ্যোগ নিয়েছে বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত। জৈব সার তৈরি হবে। সেটাকে সাত দিনের মধ্যে ব্যাবের পরীক্ষাগারে পাঠানো হবে। সার পৃথিবীতে এক লক্ষ একচরের বেশি জৈব সারের চাহ হয়। এরপর হবে জৈব গ্রাম। একটা টার্গেট বেধে দেওয়া হবে এলাকার মানুষের অংশীদারে গ্রাম পঞ্চায়েতকে। পঞ্চায়েতে ওন ফান্ড থেকে সরকারের অন্যান্য টাকার বাইরে উন্নয়নের কাজ করতে পারবে। ওন ফান্ডের গুরুত্ব অনেক। অত্যন্ত অনুকরণীয় প্রচেষ্টা। সবাই মিলে প্রচার করবেন অন্যান্য পঞ্চায়েত গ্রহন করতে উৎসাহিত হবে এটা করার জন্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ সজল দাস, সমাজসেবী সায়েন দেব চট্টোপাধ্যায়, বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক, জয়েন্ট বিডিও, জেলা পরিষদের সদস্য্য সুপ্রিয়া ঘোষ, উপপুরপ্রধান অঞ্জলি দেউরি, বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রীনা দাস, উপপ্রধান প্রবীর দাস, সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা ও কর্মাধ্যক্ষ ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক বলেন বহু দিনের তপস্যা ছিল। ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শনে গিয়ে চেকনান্দা কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্ছয় করে প্রায় তিনশো পরিবার নিয়ে বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে লেনিনগড় ডি ব্লকে এক দেড় মাস ধরে এই কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে কাজ শুরু করা হয়েছিল। একটা বেড়ার পিঠ বানিয়ে পচনশীল বস্তু ফেলে কলার ডগা, কচুরিপানা গোবরের জল দিয়ে সম্পূর্ণ দূষণ মুক্ত করে জৈব রাসায়নিক সার করা হয়। অপরদিকে বিভিন্ন পাত্র ভাগ করে ব্যবহৃত প্লাস্টিক রাখা তাদের ভাগ করার প্রক্রিয়া রয়েছে। একদিকে কর্মসংস্থান অপরদিকে দূষণ মুক্ত পরিবেশে জোর দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে ৩০ টি সংসদে মডেল অনুসরণ করবে এই প্রকল্প।

বাংলার পৌঁচা সংখ্যা ক্রমশ কমছে?

দূরস্বভার্ভা, ১৬ মার্চ ৪ বাংলার পৌঁচার সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। চোর শিকারী থেকে শুরু করে চোরো কারবারিরা বাংলার পৌঁচা ধরে বিদেশে পাচার করছে। এ ব্যাপারে রাজ্য পুলিশ সতর্ক। তবুও গোপনে পৌঁচা ভিন দেশে পাচার হচ্ছে বলে পুলিশের কাছে খবর রয়েছে। পুলিশ তল্লাশি করতে শুরু করেছে।

লক্ষ্মীপৌঁচার সঙ্গে অনেকটা মিল থাকলেও ঘাসপৌঁচাদের পিঠের অংশ পাচার করছে। লক্ষ্মীপৌঁচার মতো সোনালি-ধূসর নয়। সাাদা পেঁটে রয়েছে সুক্ষ সুক্ষ বাদামি ফুটকি। মুখের সাদা গোল চাকতিকে ঘিরে পাটকিলে গলাবন্ধও এদের শনাক্ত করতে সাহায্য করে। কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে কী ভাবে ঘাসপৌঁচারা চলে এল মালদহ জেলায় গঙ্গার চরে? ‘বার্ডওয়ার্স সোসাইটি’র সদস্য, পাখি বিশারদ কণাদ বৈদ্য জানিয়েছেন, সম্ভবত ওই তৃণভূমিতে আগে থেকেই তাদের বসতি ছিল। বন দফতরের সহযোগিতায় ধারাবাহিক সন্ীক্ষণেরপেই সেই আবাসক্ষেত্রে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। তিনি জানান, অজয় হোমের আগে ১৯২০ সালে ব্রিটিশ পাখি পর্যবেক্ষক সিএম ইংলিশ জলপাইগুড়ি জেলায় ঘাসপৌঁচার সন্ধান পেয়েছিলেন। সংগতন ‘গ্রিন পিপারস ইন্ডিয়া’র শুভাশিস সেনগুপ্ত বলেন, “রবিবার আমাদের মোট চারটি দল বন দফতরের কর্মীদের সঙ্গে নৌকায় পরিযায়ী ও স্থানীয় পাখি সন্ীক্ষার কাজ করছে। ৷” তিনি জানান, এর আগে পক্ষীবিদ অজয় হোম আশির দশকের গোড়ায় বীরভূমের শান্তিনিকেতনের কাছে একটি ঘাসপৌঁচা দেখেছিলেন। তার পর এ বাংলায় আর তাদের সন্ধান মেলেনি। বাংলার পড়শি রাজ্য অসমের মানস জাতীয় উদ্যান অস্টেলেশিয়ান গ্রাস আউন্ডের দর্শন মেলে। সেটি তাদের প্রজননক্ষেত্র। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়াতেও এই প্রজাতির পৌঁচা রয়েছে।

সারা বছর ধরে রাস্তায় নোংরা জল

দূরস্বভার্ভা, ১৬ মার্চ ৪ বছরভর রাস্তায় জমে থাকে নোংরা জল। চরম নরক যন্ত্রণার শিকার লিলুয়ার কুমোরপাড়া লেনের বাসিন্দারা রবিবার সকালে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। হাওড়ার বালি বিধানসভার অন্তর্গত লিলুয়ার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড যা পূর্বে ছিল হাওড়া পৌরসভার ৬৬ নম্বর ওয়ার্ড; বিগত কয়েক বছর ধরে ওয়ার্ডের কুমোরপাড়া লেনের বাসিন্দারা নর্দমার পাা নোংরা জল দিন কাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই লেন থেকে বালি পৌরসভার ওয়ার্ড অফিস মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। আর লিলুয়ার প্রশাসনিক ভবন লিলুয়া থানা কয়েক মিনিটের পথ। রবিবার বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা পাঠানি যায়নি। রবিবার সকালে কুমোরপাড়া লেনের বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে নিকাশি ব্যবস্থা ও জমা জল দূরীকরণের জন্য সরব হন। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করেন। এরপর শেষমেশ প্রশাসনিক আশ্রাসে অবরোধ তোলা হয় বলে জানা গেছে। এদিনের অবরোধ প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা আত্রিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই এলাকা লিলুয়ার কুমোরপাড়া লেন। এখান দিয়ে প্রতিদিন স্কুলে যাই জতো মোজা খুলে। স্কুলে যেতে হয় চটি পড়ে। আমাদের এই জল প্রতিদিন মাড়িতে হয়। আমাদের এখানে প্যাভেন্ট তৈরি হচ্ছিল। মাঠে জল জমে গিয়েছিল। অকে বহুর ধরে এমন হচ্ছে। ইদানিং এখানে জল নামছে না।

মুখ্যমন্ত্রীর আদরের বাঘের মৃত্যু

দূরস্বভার্ভা, ১৬ মার্চ ৪ মুখ্যমন্ত্রীর আদরের বাঘের মৃত্যু ঘটলো ঝড়খালিতে। মুখ্যমন্ত্রীর আদরের বাঘের মৃত্যু ঘটলো



এবার ঝাড়দুটিকে দেখে আদর করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম দিয়েছি নেন ‘সোহান’ আর ‘সোহানি’। আগেই প্রাণ হারিয়েছে ‘সোহানি’। এবার মৃত্যু হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের ‘সোহান’-এর শনিবার বন দপ্তরের তরফ থেকে এই খবরটি নিশ্চিত করা হয়। ময়নাতদন্তের পর নিয়মমাফিক শেবকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে বলে

বসন্ত উৎসবে আবির খেলে মাতলেন মন্ত্রী

দূরস্বভার্ভা, ১৬ মার্চ ৪ বিলকান্দা ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে বসন্ত উৎসবে নাচে গানে আবির খেলে মাতলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বসন্ত উৎসবের সাথে ঠিক মিলিয়ে ফেললে হবে না। দোল একদিন কিংবা দুদিন। বসন্ত উৎসব এক মাস ধরে চলতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা বারবার শিথিয়েছেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। মুখ্যমন্ত্রী চিরকাল সকল ধর্মকে সম্মান করেছেন। বসন্ত উৎসব আনন্দের উৎসব। ভালাবাসার উৎসব। সম্প্রীতির উৎসব প্রেমের

একে অপরকে ভালোবাসব। সকলে মিলে আনন্দ করব। ঠিক যেমন রাখা কুন্ডের প্রেমলিলা। রবিবার দুপুরে বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে বসন্ত উৎসবে অংশগ্রহণ করে কথাগুলি বলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। পাড়লিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পর রবিবার দুপুরে বিলকান্দা ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান কামী সমর্থকদের সাথে নিয়ে স্থানীয় মতেনিগড় শিক্ষা নিকেতন উচ্চ

বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে বসন্ত উৎসবে নাচে গানে রং বেরঙের আবির খেলায় মাতলেন রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সাথে ছিলেন তার সুযোগ্য পুত্র রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ কলেক্ট সায়ন দেব চট্টোপাধ্যায় ও মন্ত্রী বলেন সুন্দর বসন্ত উৎসব করছে। খুব ভালো লাগছে এখানে এসে। ছেলেমেয়েরা যদি আনন্দের মধ্যে থাকে। কাজের মধ্যে থাকে। তাহলে ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মতো কোন্‌ এল এখানে নেই।

মধ্য কলকাতায় প্রাচীন বাড়িগুলির সংস্কার করতে উদ্যোগী পুরসভা তা নিয়ে বিশদে আলোচনা

দূরস্বভার্ভা, ১৬ মার্চ ৪ কলকাতায় এখন প্রাচীন বাড়িগুলির সংস্কার হচ্ছে না। বাড়ি মালিক সংস্কার করার পরস্যা নেই বলছে। বাড়ির ভাড়াটেরা শুধু মাত্র ভাড়া দিয়ে থাকতে চায়। তারা কোনও রকম ভাবে সংস্কার করার ব্যাপারে অর্থ খরচ করতে চায় না।

ভাড়াও ঠিক মতো দেয় না। তার ওপরে রয়েছে মামলা। ফলে বহু প্রাচীন বাড়ি সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সব বাড়িগুলি এখন ভেঙে পড়ার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বহু বাড়ি বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। সেই সব বিপদজনক অবস্থার বাড়ি গুলিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছে লোকেরা। ফলে বহু বাড়ি যে কোনও সময়েভেঙে পড়তে পারে। এ ব্যাপারে কলকাতা পুরসভা খুবই চিন্তিত। ভাড়াটীদের ডেকে বাড়িওয়ালার সঙ্গে মীমাংসা করে দিতে ব্যাপার খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে পুরসভা। কী করে এই সব ভেঙে পড়া বাড়িগুলিকে সংস্কার করা যেতে পারে তা নিয়ে বিশদে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে পুরসভা থেকে বলা হয়েছে আইনী পথে না গিয়ে বিবাদ মীমাংসার মধ্যে গিয়ে ভেঙে পড়া বাড়িগুলিকে সংস্কার করা খুবই প্রয়োজন। এই

উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় বাসিন্দারা। মধ্য কলকাতা ভগ্নাঙ্গপের

একাংশ ভেঙে পড়ায় যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হয়েছে। দমকলকম্বীরা



ওপরে দাঁড়িয়ে। কলকাতায় আবার ভেঙে পড়ল বাড়ির অংশ। এ বার মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে। সেখানে ১৯৯৫ নম্বর বাড়ির সামনের অংশটি ভেঙে পড়ছে রাস্তার উপর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরনো এই ছ’তলা বাড়িটির সংস্কারের কাজ চলছিল। সে সময় ভেঙে পড়ছে সেটির একাংশ। আহত হয়েছেন এক শ্রমিক। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। রাস্তার উপর বাড়ির

ভগ্নাঙ্গ প সরানোর কাজ শুরু করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা

গিয়েছে, দুপুর ৩টো নাগাদ গিরিশ পার্ক থানা এলাকার মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের বাড়িটির একাংশ ভেঙে পড়ে। রবিবার দুপুরে ওই রাস্তায় লোকজন তেমন ছিল না। তাই প্রাণহানি ঘটেনি। এক শ্রমিক আটকে

পড়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তিনি সংস্কারের কাজ করছিলেন।

তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। ওই শ্রমিক

কলকাতার রাস্তা দখলদারীদের কাছে চলে গিয়ে নেশাখোরদের আড্ডাখানা

দূরস্বভার্ভা, ১৬ মার্চ ৪ কলকাতা রাস্তা একন দখলদারীদের কাছে চলে গিয়েছে। রাস্তায় হেঁটে চলা দায়। রীতিমতো টোকি পেতে জ্বরদখল করা হয়েছে ফুটপাথ। ফলে হাটচালা করা দায়। অভিযোগ,



সেখানেই চলছে নেশার আসর। নেশার সামগ্রীর দোদার হাতবদলও হচ্ছে। এমনকি, বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারের নীচে রীতিমতো আগুন জ্বালিয়ে বিপজ্জনক ভাবে চলছে রান্না। উত্তর কলকাতার শতাব্দী-প্রাচীন রামমোহন গ্রন্থাগারের সামনে এই মুহূর্তে এমনই পরিস্থিতি বলে অভিযোগ। এই ভবনটি কলকাতা পুরসভার ‘থ্রেড ওয়ান’ হেরিটেজ

উপস্থিতিধন্য গ্রন্থাগার এবং হল।

কিন্তু এমন ঐতিহাসিক স্থলের এই অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত এবং উত্তর কলকাতার স্থানীয় বাসিন্দা। তারা বলছেন, “এমন ঐতিহাসিক স্থলের মর্যাদা রক্ষার দিকে কি তবে প্রশাসনের কোনও নজর নেই?”

“রামমোহন লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুমের” কোষাধ্যক্ষ সজল মিত্র

শনিবার বলেন, “১৯০৪ সালে

বিএসএফ জওয়ানের রহস্যজনক মৃত্যু

দূরস্বভার্ভা, ১৬ মার্চ ৪ কোচবিহারে ভারত -বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের ক্যাম্পে এক জওয়ানের আত্মহাবিক ভাবে মৃত্যু হয়েছে। সীমান্তরক্ষা বাহিনী সূত্রে খবর, আত্মহত্যা করেছেন ওই জওয়ান। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দিনহাটা থানার পুলিশ।

মৃত বিএসএফ জওয়ানের নাম মারুতকুমার দুবে। মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা ওই জওয়ানের বয়স ২৮ বছর। বিএসএফের একটি সূত্রের খবর, শনিবার সন্ধ্যায় ক্যাম্পের ভিতর বুলুন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে জওয়ানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। জানা গিয়েছে, ভারত -বাংলাদেশ সীমান্তের গীতালদহ সীমান্তে বেশ কিছু দিন ধরে কর্মরত ছিলেন মারুতকুমার। শনিবার রাতেই জওয়ানের মৃত্যুর খবর যায় দিনহাটা থানায়। ঘটনাক্রমে গীতালদহ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। জওয়ানের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তের পর মনে করা হচ্ছে, মারুতকুমার আত্মহত্যা করেছেন।

সহকম্বীরা জানিয়েছেন, ওই জওয়ান পারিবারিক সমস্যার কারণে আত্মহত্যা হয়েছেন। রবিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেনে মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়েছে পুলিশ। যোগাযোগ করা হয়েছে মৃতের পরিবারের সঙ্গে। জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, “মারুতকুমার দুবে নামে ২৮ বছরের এক বিএসএফ জওয়ানের বুলুন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে কোম্পা থেকে। তিনি মধ্যপ্রদেশের সোনারহাটি মহল্লার বাসিন্দা। দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিএসএফের অন্যান্য জওয়ানের দাবি অনুযায়ী, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা।

বন্ধুত্বের স্মৃতিকে বজায় রাখতে তার স্মরণে টুর্নামেন্ট হল

দূরস্বভার্ভা, ১৬ মার্চ ৪ বন্ধুর অকাল প্রাণণ বন্ধুত্বের ইতি টানতে পারেনি। বন্ধুর স্মৃতিতে সুবীর স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হাসনাবাদে। হাসনাবাদ স্পোর্টিং অ্যাসোসি য়েশানের মাঠে শেষ হলো সুবীর স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৫। বসিরহাট সহ জেলার বিভিন্ন জায়গার ব্যারো টি দল অংশগ্রহন করে টুর্নামেন্টে বিজয়ী হয় জাতীয় পাঠাগার ব্যায়ামপীঠ বসিরহাট, বিজিত তকিপুর রাকেশ একদশ।

বৃহস্পতিবার,বারো দলীয় নক আউট



এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় বসিরহাট ব্যায়ামপীঠ ও তকিপুর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।প্রথমে ব্যাট করে আড়াই শতাে রানের লক্ষ্যমাত্রা দেয় ব্যায়ামপীঠ। জবাবে একশত রান আগেই ধামে তকিপুরের ইনিংস মাঠের রোদা নির্বাচিত হন ব্যায়াম পীঠের শুভজিৎ ঘোষ। সিরিজের সেরা হন বিশ্বজিৎ ঘোষ।

প্রসঙ্গত অল্প বয়সে প্রয়াত হন, হাসানাবাদের সুবীর ঘোষ।সৎ, পরোপকারী,সম্মন ব্যক্তি হিসাবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন তিনি।একটি রাজনৈতিক ফলে ছাত্র রাজনীতি র দায়িত্বে থাকলেও, সকলের সঙ্গে তার একাত্ম হয়ে যাকার ক্ষমতা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছিলো।

জল খাওয়ার বাহনায় ধরে ধর্ষন

দূরস্বভার্ভা, ১৬ মার্চ ৪ জল খাওয়ার বাহনায় বাড়িতে ঢুকে গৃহবধুকে ধর্ষণ, ধৃত অভিযুক্ত। জল খেতে চাওয়ার বাহানা করে বাড়িতে একা পেয়ে মুখে সেলোটিপ লাগিয়ে দিয়ে এক গৃহবধুকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট থানা এলাকার গোপালপুরে। ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সমু মৌট। তার বাড়ি একই থানার বড়শাল গ্রামে। নির্যাতিতার বাড়ি বড়শাল সংলগ্ন গোপালপুর গ্রামে। গৃহবধুর অভিযোগ, শনিবার তিনি বাড়িতে একা ছিলেন। সেই সময় সমু লৌ নামে ওই যুবক তার বাড়িতে গিয়ে জল খেতে যায়। গৃহবধু দরজা খুলতেই অভিযুক্ত যুবক গৃহবধুকে ধাক্কা দিয়ে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। গৃহবধু যাতে চিৎকার করতে না পারে তার জন্য মুখে সেলোটিপ স্টেটে দেওয়া হয়। বিষয়টি তার পরিবারকে জানালে শনিবার রাতেই রামপুরহাট থানায় ওই যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা গৃহবধু। অভিযোগ পেয়ে গতকাল রাতেই অভিযুক্ত সমু লৌকে গ্রেফতার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। রবিবার নির্যাতিতা গৃহবধুকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য রামপুরহাট গুলশনমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

গৃহবধুর কাকা ঋশুণ ব বলেন, অভিযুক্ত সমু ঘরে ঢুকে দুই বাচ্চা ছেলেকে ঘর থেকে বের করে বউমাকে ধর্ষণ করে। কিছুক্ষণ পর বাচ্চাদের কান্নাকাটি শুনতে পেয়ে সেখানে যান আমার মা। তিনিই ধাক্কা মেরে দরজা খুলে সমুকে হাতোত্তে ধরে এক থল্লার মারে। আমার মা চিৎকার শুরু করলে সমু ছুটে পালিয়ে যায়। পরে ওরা টাকা দিয়ে মীমাংসা করার প্রস্তাব দেয়। আমরা ওই যুবকের কঠোর শাস্তি চাই। কোন টাকা পরস্যা চাই না। রবিবার ধৃত যুবককে রামপুরহাট মহকুমার বিশেষ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষনকাণ্ড বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। খুবই চিন্তিত পুলিশ প্রশাসন।

কলকাতা শহরে অভিনব জালিয়াতি

দূরস্বভার্ভা, ১৬ মার্চ ৪ কলকাতা শহরে অভিনব প্রতারণা! প্রথমে নামী প্লাইউড সংস্থার মালিকের নাম করে ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য চাওয়া। পরে সেই সংস্থার লোগোর ছবি হোয়াটসঅ্যাপের ডিপি হিসেবে ব্যবহার করে সেই টাকা হাতিয়ে চম্পট দিয়েছিল প্রতারকরা। পার্ক স্ট্রিট থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অবশেষে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে তদন্তকারীরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৪ মার্চ পার্ক স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অক্লিত ভাটিয়া। পুলিশকে তিনি জানান, নামী এক প্লাইউড সংস্থার মালিক সেজে কলকাতার বাসিন্দা ড. আর কে আগরওয়ালকে ফোন করে এক প্রতারক। ফোনে ৫০ লক্ষ টাকার জোগার করতে অনুরোধ করেন। ড. আর কে আগরওয়াল আবার অভিযোগকারীর বাবা বিজয় কুমার ভাটিয়াকে ফোন করে নগদের বন্দোবস্ত করতে বলেন। তিনি টাকা জোগার করে প্লাইউড সংস্থার মালিকের প্রতিনিধি সেজে আসা দুই প্রতারকের হাতে সেই টাকাও তুলে দেন। প্রতারকার হোয়াটসঅ্যাপের ডিপি হিসেবে সংস্থার লোগোর ছবি ব্যবহার করছিল ওই দুই প্রতারক। ওই ডিপি-কে পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছিল তারা। বিষয়টি জানাজানি হতেই পার্ক স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।

তদন্তে নেমে মহারষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশে হানা দেয় পুলিশ। ১৩ তারিখ মহারষ্ট্র থেকে গোয়েন্দা মহম্মদ জাভেদ চাণ্ডিওয়ান্না এবং রিয়াজ রাজি সঈদকে গ্রেপ্তার হয়। যোগীরাজ্য থেকে সম্বীরা হারদো পাঠিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়। যাতে ৫০ লক্ষ টাকা পাশা আছে ছিল। একটি ব্যাগপুন্ডাক, প্রতারণার সময় ওয়াকব এবং রিয়াজের আনোখা, তিনটি মোবাইল, পাঁচটি প্রি অ্যাকটিভ সিমকার্ড উদ্ধার হয়। ১৪ তারিখ ফুলবাগানের পবন সাউকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও তিনটি সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত হয়। পরে হোয়ার স্ট্রিট থানা চত্বর থেকে গতকাল মহেন্দ্র পাল সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে রকম ২৪ লক্ষ ৯০ হাজার ৪৪০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। এর পাশাপাশি একটি আধার কার্ড, দুটি চেকবুক এবং একটি টাকা গোনার মেশিন উদ্ধার হয়। চক্রের বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

কলকাতা জুড়ে কেন প্রতারণা চলছে। সেই প্রতারণীর শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। কলকাতা পুলিশ এ ব্যাপারে চিন্তিত। কী করে এই সব চোর জোচ্চারা এই শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং তারা কোথা থেকে এলো তার অনুসন্ধান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এ ব্যাপারে বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে সাইবার অপরাধের সংখ্যা এত বেশি বেড়ে গিয়েছে যে প্রতিদিন কয়েক হাজার প্রতারণার অভিযোগ থানায় এসে জমা পড়ছে। সাইবার অপরাধ ক্রমশ বাড়ার কক্স ফলে সাইবার অপরাধীদের ধরতে পুলিশ ক্রমশ তৎপর হয়ে উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে ব্যাক্সের গ্রাহকদের জাতিয়ারি করা হচ্ছে। ব্যাক্সের তথ্য হাতিয়ে নিয়ে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে অজান্তে। কেউ জানতে পারছে না টাকা তোলার কথা

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরস্‌বাব্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১০৫ সংখ্যা, সোমবার ৩ চৈত্র ১৪৩১

বিশ্ব বরণ্যের বিজ্ঞানী হকিং

স্টিফেন হকিং ঠিক কী বলেছিলেন? আসলে ১৯০৫ সালে তাঁর স্পেশাল আর তারপর জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটিতে আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন অন্য সব কিছুর মত সময়ও চরম বা পরম নয়। সব চেয়ে বড় কথা প্রতিটা বস্তুর ভর আর গতিবেগ তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সময়কে নির্দেশ করে। সোজা কথা সময় আসলে হাতে চাবুক নিয়ে দাঁড়ানো কোন মাস্টারমশাই নয়, যার নির্দেশে সবাইকে চলতে হবে। স্থান ও কাল ভেদে সময়কেও দুমুড়ে মচুড়ে দেওয়া যায় রবারের চাদরের মত। এই রবারের চাদরের নাম আইনস্টাইন মেনে স্পেসটাইম, যাতে কাল (যা অতি বিচিত্র বস্তু) একেবারে অঙ্গদ্বীপভাবে স্থানের সাথে লেপটে আছে। তাদের আলাদা করার উপায় নেই। অনেকটা হলুদ আর নীল playdough মিশিয়ে সবুজ করার পর দুটোকে আলাদা করার মত। তবে আইনস্টাইন যেখানে থেমে গিয়েলেন, তা হল সময়ের সঙ্গে কিভাবে হয়েছিল সে প্রশ্নে। তিনি এটাও মানতে পারেন নি যে এক বিশ্বে দুই রকম নিয়ম কি করে চলতে পারে?? কেন sub atomic কণার নিউটনের সূত্র মানে না! কেন সময়ের সারণী যেতে পিছিয়ে যাওয়া যায় না? বাকি জীবন গোটাটাই কাটিয়ে দিয়েছিলেন এমন এক সূত্রের সন্ধানে যাতে ব্যাখ্যা করা যাবে বিশ্বের সব কিছু। হকিং এর কাজ শুরু এখান থেকেই। আর এই খোঁজে তিনি চলে গেছিলেন নক্ষত্র আর ব্রহ্মান্ডর গুরু দিনে। ঠিক যে সময়, সময়ের জন্ম হয়েছিল। আর প্রমাণ করেছিলেন আইনস্টাইনের কথা মত গ্র্যাক হোলো সব কিছুর শেষ না। প্রায় অসীম মাধ্যাকর্ষণযুক্ত কৃষ্ণ গহ্বর থেকেও মুক্তি পেতে পারে কিছু কণা কিংবা তরঙ্গ, কিংবা দুটোর মাঝামাঝি কিছু। যার নাম হকিং রেডিয়েশন। তাবু আশ্চর্যভাবে তাঁরা কোন সংকেত বহন করে নাযযেমনটা আইনস্টাইনও বলেছিলেন। কাজ শুরু করেছিলেন স্পেসটাইম নিয়ে। দেখতে চাইছিলেন কি থাকে সেই স্থান কালের বিস্ফোজোড় জলের মাঝে? ঃ ঈশ্বর যদি থেকেই থাকেন কি তার band design? কিছুটা পেরেছেন। অনেকটাই পারেন নি। যে ঈশ্বরের কীর্তি পুরোটা বুঝতে চেয়েছিলেন, এক জীবন তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। তবু আমাদের এই বিশ্বেকে নিউটন আইনস্টাইনের পর নতুনভাবে যিনি দেখতে শেখালেন, ঈশ্বরের পাশাখেলার দান যিনি হাতে ধরে চেনালেন তিনি পুরোটা বুঝতে চেয়েছিলেন, এক জীবন তাঁর জন্য যথেষ্ট নয়। স্পেস টাইম বরাবর আলোই একমাত্র নিয়ন্ত্রা। আলোর বেগ সময়কে চালনা করে। তাই ভাগ্যবান কিছু আলোর কণা সামান্য সময়ইে আমাদের কাছে পৌঁছালেও কোন কোন দূরভাগ আসে স্পেস টাইমের দুর্গ গিরি কান্তার মরু পেরিয়ে আমাদের কাছে আসতে আসতে রিপ ভ্যান উইঙ্কেলের মত দেখে ব্রহ্মাণ্ডে ১৩০০ কোটি বছর পেরিয়ে গেছে। একেবারে নবীন পৃথিবী নামে এক গ্রহে নবীনচর এক প্রজাতি অদ্ভুত এবং যন্ত্র দিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে সেই সময়কে, সেই ভরটেক্সকে যখন সেই আদিক থেকে জন্ম নিজেই প্রতি অসংগ্ৰােঘ ঘন ঘন মাথা নাড়ছিলেন। বিশ্বে লয়ে খেলার সময় প্রাচীন এক শূন্য আয়তন কিন্তু অসীম ভরের বস্তু তার সাময়িক খামখমায়েলে ফেটে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

সর্বহারা মানুষ কার্ল মার্কস

কার্ল মার্কসের সহধর্মিণী ছিলেন জেনি ফন ভেস্টফালেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ শিক্ষিত এবং ধনী পরিবারের মেয়ে। কিন্তু জেনি বিয়ে করেন একজন উচ্চ শিক্ষিত ও সর্বহারা বিপ্লবীকে। এমনকি তাদের বিয়েতে জেনির পরিবারের সম্মতিও ছিল না। সাম্যবাদের মহান জনক মার্কস নিজের পরিবারের ভরণপোষণ ঠিকমতো করতে পারতেন না। তিনি মাঝে মাঝে প্রচণ্ড হতাশ হতেন। এহেন অবস্থায় জেনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কার্ল মার্ক্স-এর সঙ্গে কাটিয়েছেন। প্রচণ্ড অভাবে যখন মার্ক্স তাঁর শরীরের কোর্ট-টি পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন তখনও জেনি তাঁর সদ সহেড়ো যান নি, অভাবে অনটনে হারিয়েছেন নিজদের পুত্র, কন্যা তখনও জেনি কোনো অভিযোগ করেননি মার্ক্সকে নিয়ে সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন। মার্কস সেই যে সাত সকালে ব্রিটিশ মিড্‌জিয়ামে গিয়ে পড়ে থাকেন, সারা দিনমান তাঁর আর খোঁজ থাকে না। চরম দুঃখ-কষ্টের সাথে জীবন অতিবাহিত করলেও জেনি সহযোগী না করতেন? ঃ পুঁজিবাদ মানসিকতা সম্পন্ন এই যুগে জেনির মতো যোগ্য সহযোগী কি আদৌ রয়েছে। সারোশ মজুমদার কালকল্যা উপন্যাসে তাঁর নায়ক অনিমেয়ের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, মাধবীলতার অপরা নামই বিপ্লব। বিপ্লবীরাই প্রেমে পুরে, কারণ তারাি জানে ভালবাসতে, প্রেমের অপরা নামই বিপ্লব , ভালো না বাসলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। বিপ্লবকে ভালোবাসি বোলে, নিজের যা কিছু ব্যক্তিগত সব ছেড়ে আজ জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়েছি! হয়তো পুড়ে থাক হব। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ পাবে বিপ্লবের স্বাদ। ভালবাসার জন্য শুধু একটা দিনই নয়,হতে হবে সারা জীবনের। সাধারণত আমরা দেখি একটা বয়স পর্যন্ত ভালবাসার তুলুল প্রবাহ চলতে থাকে।অন্যদিকে বয়স বেশী হলেই যেন সব শেষ হতে শুরু করে।শুধু মনেরই মিলন পায় , মিল চাই মতানুসরণেও।এক্ষেত্রে বিশ্বে দুই মহান মানুষের ক্ষেত্রে দেখা গেছে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ভালবাসা অটুট। তাঁরা হলেন মহান কার্ল মার্কস ও জেনি ফন ভেস্টফালেন। দুই মহান মানুষের প্রতি রইলো এক আকাশ ভরা ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। বড় মাপের মানুষের প্রতি চিরকালই একটি গভীর ভালোবাসা অটুট থেকে যায়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার স্টো করেন। আসলে মায়ের শক্তিই

সাধক রামপ্রসাদ



তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারণ করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের ব্যতিক্র রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যে পেরিয়ে ধর্মত্ব হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। যিনি মাঁকে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি

প্রাচীন কালে হোলি উৎসবে বলি প্রথা যেমন প্রচলিত ছিল পাশাপাশি স্ত্রী পুরুষ মিলনের ক্ষেত্রে কোনও রকম সামাজিক নিয়ম নীতি মানা হত না

বিবেষ প্রতিবেদক

সমগ্র ভারতে একই উৎসব প্রচলিত রয়েছে, এমন উদাহরণ মোটামুটিভাবে তিনটির বেশি পাওয়া যায় না। এই উৎসব তিনটি হল;দেশেরা, দেওয়ালী এবং হোলি বা দোলা। এগুলির মধ্যে সুদূর অতীত থেকেই বসন্তকালে উত্তর ভারতের সর্বত্র হোলি অথবা হোলোকা উৎসবের প্রচলন রয়েছে। অন্যদিকে বাংলায় বসন্তকালের শুদ্ধ



চতুর্দশীতে চাঁচর নামের একটি অনুষ্ঠানের দ্বারা আজও এর সূচনা ঘটে থাকে। বাংলার কোথাও কোথাও এই চাঁচরকে মেড়া পোড়ানো বা বুড়ির ঘর পোড়ানো বলা হয়ে থাকে। এতে খড় ও বাঁশ দিয়ে একটি ছোট ঘরের মত তৈরি করে সেটার মধ্যে স্থানবিশেষে পিটুলির তৈরি একটি মানুষ বা ভেড়ার মূর্তি রাখার পরে যথারীতি বিষপুজা করে সেই ঘরে অগ্নি সংযোগ করা হয়। তবে কিছুকাল আগেও উড়িষ্যা়া কিন্তু মূর্তির পরিবর্তে একটি জীবন্ত ভেড়ােকেই এভাবে দক্ষ করার রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু অতীতের কেওনবার রাজ্যে এই প্রথাটি প্রচলিত থাকলেও ঞ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথবৈবের মন্দিরে তখন ভেড়াটিকে দক্ষ না করে শুধুমাত্র গায়ে একবার আগুন স্পর্শ করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। অন্যদিকে বৃটিশ আমলের যুক্তপ্রদেশের (বর্তমান উত্তরপ্রদেশের) মধ্যে মথুরাতে একজন মানুষকে হোলোকা উৎসবের সময়ে আগুনের শিখার ভিতর দিয়ে লাফিয়ে যেতে হত। আবার এই একই প্রদেশের গোরখপুর জেলায় তখন হোলি উপলক্ষ্যে একটা বানরকে সংহার করে সেটিকে গ্রামের সীমানায় রেখে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। এছাড়া যুক্তপ্রদেশের কোন কোন জায়গায় তখন হোলির সময়ে গায়ে ফুল ও গন্ধের প্রলেপ মেখে, পরে সেই বস্তুগুলিকে ঘষে তুলে আগুনে দেওয়ার বিধি চালু ছিল; একইসাথে

নৃত্যের ছলে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অতীতের কোন একসময়ের বাংলায় দোল উৎসবের দিন আদিরসাত্মক গান গাওয়ার রীতি প্রচলিত থাকলেও, বর্তমানে কোথাও তেমন কিছু প্রচলিত নেই বলেই দেখতে পাওয়া যায়; শুধু পরিবারের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে ঠাট্টাভাট্টামাসার সম্পর্ক রয়েছে, তাঁদের নিয়ে দোলের সময়ে এখানে একটু বেশি আমোদপ্রমোদ করা হয়ে থাকে। কিছু কাল আগেও রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও মেদিনীপুর থেকে শুরু করে দক্ষিণের গঞ্জাম জেলা, পশ্চিমের হাজারিবাগ, এমনকি সুদূর কুমায়ুন পর্যন্ত সর্বত্র হোলির পরে যে ছাই পড়ে থাকত, সেটাকে সাধারণ মানুষ বিশেষ দেবগুণসম্পন্ন বলে বিবেচনা করতেন। তখন গঞ্জাম জেলার মানুষের দুঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই ছাই মাঠে ছড়িয়ে দিলে দ্বিগুণ ফসল ফলবে। এমনকি আজও শস্যে পোকা লাগবে না;এই বিশ্বাসে কোন কোন জায়গায় মানুষ এই ছাই গোলার মধ্যে রেখে দেন। অন্যদিকে হাজারিবাগ জেলার কিছু কিছু জায়গার মানুষেরা এখনও বিশ্বাস করেন যে, হোলির পোড়া কাঠ কোনো ফলগাছের উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিলে সে গাছে দ্বিগুণ ফল ধরবে। আবার মধ্যপ্রদেশের গণ্ডজাতির মানুষেরা এখনও হোলির আগুনে তণ্ডু লাঙলের ফাল দিয়ে বছরের প্রথম ভূমিকম্পের কাজটি করে নেন। ভারতে এই চাঁচর বা হোলি ঠিক করে থেকে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, ইতিহাস থেকে এবিয়ৈ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জৈমিনি প্রণীত ‘পূর্বমীমাংসা’ নামক গ্রন্থের শবরস্বামীকর্তা ভাষ্যে হোলোকার শব্দটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ‘পূর্বমীমাংসা’ গ্রন্থের এই ভাষ্যটি কমপক্ষে অগেই খ্রীষীয় চতুর্থ শতাব্দীর হালেই রচিত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করে থাকেন। আর ‘পূর্বমীমাংসা’ গ্রন্থের শবরস্বামী র ঐয়েছে, সেগুলির কোন ঐতিহাসিক মূল নেই বলেই গবেষকরা মনে করে থাকেন। তবে এই হোলোকা উৎসবের সঙ্গে ভারতের তথাকথিত হীন জাতির সম্পর্ক একটি প্রমাণ বৃষ্টি আমলের বোম্বাই প্রদেশে (বর্তমান মহারাষ্ট্রের মুম্বাই) গবেষকরা পেয়েছিলেন। তখন এই উৎসব উপলক্ষ্যে সেখানে কৌশ্লনি ব্রাহ্মণদের আনুষ্ঠানিকভাবে তথাকথিত হীন জাতীয় কোন

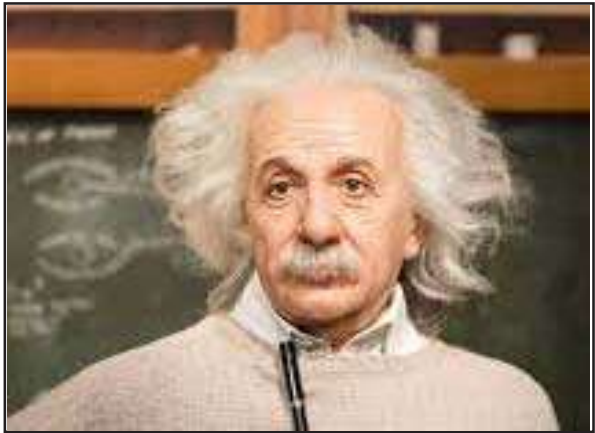
এবিয়ৈ সহমত পোষণ করেছেন যে, অতীতে বন্ধদের মধ্যে প্রচলিত থাকা এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গে হোলির সাদৃশ্য কোনভাবেই আকস্মিক ছিল না। তাঁদের মতে, হয়ত অতীতের কোন একসময়ে সমগ্র উত্তর এবং মধ্য ভারতে ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নরবলির প্রচলন ছিল; যা পরে এসব অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য বা আৰ্য রীতিনীতির প্রসারের ফলে পরিবর্তিত অথবা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। এবং শুধুমাত্র বন্ধদের মত অরণ্যপ্রায়ী কিছু জাতির মধ্যেই এটা অপেক্ষাকৃত অবিকৃত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, আজও হোলি উৎসবে হিন্দুদের মধ্যেও কোথাও কোথাও আগুনের মধ্যে দিয়ে মানুষকে লাফিয়ে যেতে হয়, তো কোথাও আবার পিটুলির মানুষকে দহন করতে হয়। এমনকি কিছুকাল আগেও কিছু কিছু জায়গার হিন্দুদের মধ্যে এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে জীবন্ত ভেড়া খোড়ানোর রীতি প্রচলিত থাকলেও, বর্তমানে কোথাও কোথাও ভেড়ার মূর্তি দাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়া এখনও বহু জায়গাতেই এই দারের পরে ছাই সংগ্রহ করে শস্যের বা শস্যক্ষেতের উন্নতিবিধান করবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। যায়। অর্থাৎ নরবলির পরিবর্তে বর্তমান সময়ের আদিবাসী সমাজে যেমন এর একটি লগ্ন্য সংস্করণ প্রবর্তিত হয়েছ, ঠিক তে মনি হিন্দু ধর্মালম্বীদের মধ্যেও আগের অবিমিশ্র কামচেষ্টার পরিবর্তে কামভাবাব্বিত ভঙ্গি অথবা গান কিংবা শুধুমাত্র সামান্য ঠাট্টা-তামাসায় আগের রীতির রেশমাত্র অবশিষ্ট থেকে গিয়েছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মালব্বী বিভিন্ন জাতির সামাজিক অনুষ্ঠান গুলির বিশ্লেষণ করলেও এধরণের ভূরি ভূরি প্রত্নতত্ত্ব সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যেমন; আজও কোথাও কোথাও প্রাচীন কোনো থাম-দেবতার পূজা এখনও অজলাল জাতির অধিকারে থাকলেও উচ্চবর্ণের সব জাতি সেই দেবতার পূজায় অনার্যের পৌরোহিত্যকে স্বীকার করে থাকেন। একরার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, কটক জেলায় বাঁকির কাছে অবস্থিত বৈদ্যেশ্বর এবং রামনাথ মহাদেবের মন্দিরের সেবককে মন্দি্র অতীত থেকেই অজন্মাল মিলি জাতির মানুষ। এছাড়া পুরীতে জগন্নাথদেবের মূর্তিসংক্রান্ত যাবতীয় কাজের পুনরায় ধরিত্রীকে প্রত্যর্পণ করে থাকেন। গবেষকদের মতে, হিন্দুধর্মাবল্বী বহু জাতির মধ্যে বিবাহের সময়ে প্রচলিত থাকা স্ত্রী-আচারগুলিকে বিশ্লেষণ করলে একথাই মনে হয় যে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের আগে এদেশে বিবাহের

যেসব অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, বর্তমান সময়ে সেগুলিই স্ত্রী-আচারের আকারে পর্ববসিত হয়ে গিয়েছে। এখন এসব সামাজিক রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহার, দেশাচার এবং লোকাচার নামে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কাছে মর্যাদা লাভ করে থাকে। আসলে অতীতে যখন এদেশের নানা জাতিরা ব্রাহ্মণদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়ে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের অংশ হয়ে উঠতে শুরু করেছিলেন, তখন কিছু তাঁদের কারো আচার -অনুষ্ঠানকে অকারণে নষ্ট করা হয়নি। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্যনীতির পরিপন্থী যেসব আচার বা অনুষ্ঠানগুলি ছিল, সেগুলিকে যথাসম্ভব পরিমার্জিত ও সংশোধিত করে নেওয়া হয়েছিল। ইসলাম, খৃষ্ট অথবা হুহুদিদের ধর্ম কিন্তু এবিয়ৈ একেবারে স্বতন্ত্র। এসব ধর্মে কোনো মানুষ অন্য কোন ধর্ম থেকে এসে জায়গা পেলে তাঁকে নিজের পূর্বসংস্কার প্রায় সর্ব্বথা বিসর্জন দিয়েই আসতে হয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের ওদার্যের ফলে অতীতে হিন্দুসমাজের মধ্যে অঙ্গীভূত হতে চাওয়া বা অঙ্গীভূত হওয়া বিভিন্ন জাতিকে এধরণের কোন তাগণ স্বীকার করতে হয়নি। আর একারণেই ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে জায়গা পাওয়ার পরেও তাঁদের অনেকের মধ্যেই প্রাক্তন নাচ, গান, সামাজিক আচার-বিচার বহুলাংশে অক্ষত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল, যেসবের অবশেষে এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

অতীতে ব্রাহ্মণ্য সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, যেহেতু সব মানুষের মন সমান স্তরের হয় না, সেহেতু সকলের পক্ষে মানসিক বিকাশের জন্য একই ভাবধারার আশ্রয় করবার প্রয়োজনও হয় না। একটা সমাজে যখন নানা স্তরের মানুষের বাস করেন, তখন ধর্মের মধ্যেও সকলের সুবিধার জন্য নানা পথ ও নানা মতের জায়গাও অবশ্যই থাকা উচিত। এর ফলেই অতীত থেকেই হিন্দুসমাজ যেমন নানা জাতির সংশ্লেষের দ্বারা রচিত হয়েছিল, হিন্দুধর্মেও তেমনি নানা মত ও পথের সংশ্লেষের দ্বারা রবিত ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর অতীত থেকেই হিন্দু-সমাজের মধ্যে সমষ্টি জাতিসমূহের ভিতরে দ্বিজাতি এবং দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণের জায়গা যেমন সর্বোপরি ছিল, হিন্দুধর্মের মধ্যেও তেমনি নানা জাতির সংস্কৃতি জায়গা পেলেও বৈদিক যুগের এক বৈদিক চিন্তাধারার স্থানও সর্বোপরি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর তাই সুদূর অতীত থেকেই হিন্দুধর্মের মধ্যে বহু দেবতার স্থান থাকলেও, সব দেবতার পূজা হত। লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।

ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করেননি বিশ্ব বরণ্যের বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন

বিশেষ প্রতিবেদক
প্রথমদিকের পেপারগুলো সম্পর্কে প্রেসের সামনে বলতেন, এগুলো ‘আমাদের’ কাজ। আমার আর আমার স্ত্রীর। পরে অবশ্য সেই বয়ান পালাটে যায়। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন। আবার বিতর্কিতও বটে।



আনপ্রেডিস্টেবল। নানাদোষে দুষ্ট। স্ত্রী মিলেভা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবিনী, ফিজিক্স ও গণিতের নামী ছাত্রী। সহপাঠী আইনস্টাইনকে তিনি সবার অমতে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ের প্রথম দিকে মিলেভা অনেক কষ্ট করেছেন। আইনস্টাইনের মা তাঁকে পুত্রবধূ হিসেবে মেনে মেনে নেয়নি, মেধাবী হলেও মিলেভা সুন্দরী নয়, পায়ে ছিল খুঁত, শালুডি ‘ডাউনি’ সম্বোধনের তাঁকে লিখেছেন একের পর এক অকথ্য চিঠি।

আইনস্টাইন তখন পেটেন্ট অফিসে সামান্য চাকরি করছেন। সেই দুঃসময়ে মিলেভা আগলে রাখছেন সংসারকে, সামলাচ্ছেন সন্তানদের। ওদিকে আইনস্টাইন

সম্পর্কে জড়িয়েছেন, প্রেমে পড়েছেন, তাঁকে ঘিরে ধরেছে মহিলারা, তিনিও প্রশ্রয় দিয়েছেন। স্বামী স্ত্রীর দুরূহ তত্তই বেড়েছে। শেষে ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে আইনস্টাইন একছাদের তলায় থাকতে সম্মত হচ্ছেন বটে, কিন্তু স্ত্রীকে সব করতে বাধ্য করছেন অদ্ভুত সহ শর্তে। আইনস্টাইনের জামাকাপড় থেকে খাবারদাবার, পড়ার টেবিল থেকে যাবতীয় সুন্দরভাবে বানাতে ও গুছিয়ে রাখতে হবে মিলেভাকে। আইনস্টাইনের পড়ার ডেস্কে বসতে পারবেন না মিলেভা। সন্তানদের দেখাশোনা বা সংসারের কাজ, আইনস্টাইন কিছুই করবেন না। কথা বলার সময় আইনস্টাইন যখনই চাইবেন মিলেভাকে চুপ করে যেতে হবে। এমনকি, স্বামীর সঙ্গে কোথাও বেরনো বা শারীরিক মানসিক সঙ্গেরও অধিকার থাকবে না মিলেভার। এমন অপমানকর অদ্ভুত সম্পর্কে থাকতে অনেকবছর বাধ্য করেছেন স্ত্রীকে। আইনস্টাইন তখন মহাপরাক্রমশালী, মিলেভা মুখ বুজে মেনে নিচ্ছেন এই অত্যাচারকে। শেষে বিচ্ছেদ করছেন আইনস্টাইন, বিয়ে করছেন ভুতো বোন এলসা’কে। আইনস্টাইন বোহোলা বাজাতেন পেশাদার শিল্পীর মত, স্কুল জীবনে ছিলেন মধ্যমানের ছাত্র, অঙ্ক আর ফিজিক্স ছাড়া বাকি বিষয়ে থাকত গড় পড়তা নম্বর। প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন। আবার তিনিই পরে আবিষ্কার করেছেন দুনিয়া কাঁপানো গবেষণাপত্র। একই বছরের মধ্যে লিখেছেন একাধিক যুগান্তকারী পেপার। তা বুঝতে মানুষের এত সময় লেগেছিল যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন অন্য বিষয়ে। এতেই

পাঠকদের কাছ থেকে লেখার প্রকাশ

রিয়্য পোন্দ্রার,নবদ্বীপ
হোলি হুয়্য।।। কাল ছিল দোল আজ হোলি,জায়গায় চাষ এক জায়গায় বাস, চেতনা মহাপ্রভুর দেশে জন্ম তাই দোলের অন্য মহিমা,জন্ম ইন্তক বাড়িতে দোল ইউনিভার্সিটিতে থাকা আইনস্টাইনের মস্তিষ্ক চুরি করেন ডাক্তার টমাস হার্ডি। ১৪০ বছর আইনস্টাইনের মস্তিষ্কের উপর তিনি নানা পরীক্ষা চালান এবং দাবি করেন আইনস্টাইনের মস্তিষ্ক সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কের থেকে দীর্ঘ। ১৯৯৮ সালে আইনস্টাইনের মস্তিষ্কের অবশিষ্ট অংশ থমাস ফিরিয়ে দেন যা এখন রয়েছে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার মটার মিউজিয়ামে। ইজরায়েলের প্রথম প্রেসিডেন্ট কিয়াম ওয়াইজম্যান মারা যাওয়ার পর আইনস্টাইনকে ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি হননি। বলেছিলেন, মানুষের সঙ্গে সহজ যোগাযোগই করতে পারি না আমি। প্রেসিডেন্ট কী করে হব? শেষ বয়সে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে,আপাি বিশ্ব আপনাকে চেনে, সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। মহান হওয়ার, দিকপাল হওয়ার মূলমন্ত্র কী, স্যার? আইনস্টাইন স্মিতহাসে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, সমসী। এই বিশ্ববরণ্য বিজ্ঞানীর জন্মদিন। ভালয় খারাপে সাদায় কালোয় মেশানো এই মানুষটির প্রতিভা ছিল প্রমাণীত। কিন্তু আইনস্টাইনের জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে স্মরণ করতে হবে স্ত্রী মিলেভাকেও। যিনি চাইলে নিজেও বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হতে পারতেন কিন্তু হননি। যার নীরব স্যাক্রিফাইজে বিজ্ঞানীজীবন যাপন করতে পেয়েছিলেন। সারা জীবন তিনি লোভকে সংযত করেছেন।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।

ফের গুলি চলল মালদহে! সাবিত্রী মিত্রের বাড়ির সামনেই গুলিবিদ্ধ ১, আটক ৪

দূরন্ত বার্তা, মালদহ, ১৬ মার্চঃ ফের মালদহে চলল গুলি। এবার রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের বাড়ির অদূরেই পরপর চলল দুই রাউন্ড গুলি। বিপ্লব ঘোষ নামে এক ব্যক্তির গুলিও লেগেছে বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে মালদহের হইরেজবাজার পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সদরঘাট পুড়াটুলির মালাপাড়া এলাকায়। ঘটনায় ইতিমধ্যেই পুলিশ চারজনকে আটক করেছে বলে জানা যাচ্ছে। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। মূল অভিযুক্ত হিসাবে উঠে এসেছে উত্তম মণ্ডলের নাম। কিন্তু, ঘটনার পর থেকেই তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তল্লাশি শুরু

গাড়ি ঘিরে ধরে তাণ্ডব, খুনের হুমকি পেলে ডেপুটি মেয়র

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চঃ ডেপুটি মেয়রকে খুনের হুমকির অভিযোগ। শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে খুনের হুমকি। অভিযোগ, একদল মত্ত যুবক হামলা চালায় তার গাড়িতে। মেয়রের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি সেবক মেয়ের কাছে। জানা গিয়েছে, শনিবার রাত্রিবেলা আত্মীয়র বাড়ি থেকে ফিরছিলেন রঞ্জনবাবু। অভিযোগ, সেই সময় তার গাড়ি ঘিরে ধরেন একদল মত্ত যুবক। তারপরই তাকে খুনের হুমকি দেওয়া হয় বলে



অভিযোগ। মেয়র সেই ভিডিয়ো তুলে রাশেন। তারপর পুলিশে অভিযোগ জানান। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে আজ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনায় ক্ষেতরার দুজন। পুলিশ সূত্রে খবর, একজনের নাম দিবেন্দু দাস অন্যজন বিজয় শর্মা। দুজনই শিলিগুড়ির পৌর এলাকার বাসিন্দা। এ প্রসঙ্গে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, “এরা এই শহরের বলে আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় আরও বেশি পুলিশের নজরদারি রাখা উচিত ছিল। দিনের বেলাতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।”

পঞ্চাশের বেশি ভোটে পিছিয়ে কোন কোন বুথ, চিহ্নিতকরণ করা শুরু করল টিএমসি

দূরন্ত বার্তা, বাকুড়া, ১৬ মার্চঃ নির্বাচনে যে বুথগুলিতে ৫০-এর বেশি ভোটে পিছিয়ে রয়েছে তৃণমূল সেই বুথগুলিকে চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবারের ভার্চুয়াল সভা থেকে সেই নির্দেশ দিতেই তৎপর হয়েছে বাকুড়া জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। গত লোকসভার ফলাফল পর্যালোচনা করে পঞ্চাশের বেশি ভোটে পিছিয়ে থাকা বুথগুলিকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে



তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ২০১৬ এর নির্বাচনকে মাথায় রেখে সব বুথেই নজর দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে পঞ্চাশের বেশি ভোটে পিছিয়ে থাকা বুথগুলিকে। ওই বুথগুলিতে ভোটারদের কাছে সরকালি পরিসরে টিকমতো পৌঁছেছে কিনা তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ওই বুথগুলিতে দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগেই পিছিয়ে থাকা বুথগুলিতে নিজেদের সংগঠন মজবুত করে নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে যাবে তৃণমূল। বিজেপির কটাক্ষ যে বুথগুলিতে তৃণমূল পঞ্চাশের বেশি ভোটে পিছিয়ে রয়েছে সেই বুথগুলিতে ভুয়ো ভোটার ও বহিরাগতদের চোকাণোর উদ্দেশ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বুথগুলিকে চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বাকুড়ার তৃণমূল সাংঘদ অরুণ চক্রবর্তী বলেন, “ইতিমধ্যেই সমস্ত বুথকে নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি। লিস্ট তো পৌঁছে গিয়েছে। বুথে লুপ্ত হানবিন চলছে। আমার এখানে দুটো জেলা মিলিয়ে ১৬ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়ে গিয়েছে। সেগুলোই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাইমারি- উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বাউচর দেওয়া। ওরা তো নানাভাবে ভোট দেয়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দেওয়ার পরই কনসিডার মনে উদ্দীর্ণা জেলায়।”

করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, হোলির দিন বাড়ি থেকে বাজার করতে বেরিয়েছিলেন বিপ্লব। রাস্তাতেই দেখেন কিছু যুবক ঝামেলা



করছে। কী হয়েছে জানতে গিয়েই পড়েন বিপদে। অভিযোগ, তিনি কথা বলতে যেতেই তাকে দেখে পেকেট থেকে পিস্তল বের করে ফেলে উত্তম

মণ্ডল। পরপর দুই রাউন্ড গুলিও চালানো হয় বলে জানা যাচ্ছে। বাম হাতে গুলি লাগে বিপ্লবের। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

খবর যায় পুলিশের কাছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনার পরেই বেশ কিছু যুবকে ধরে উত্তমের

মাঝরাতে লক্ষা ক্ষেত থেকে কৃষকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, ব্যাপক উত্তেজনা ভাঙড়ে!

দূরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ১৬ মার্চঃ ভাঙড়ে চাষের জমি থেকে কৃষকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার। পরিবারের দাবি, খুন করে ফেলে রাখা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। কৃষকের নাম বাবলু মোল্লা। রাত একটা নাগাদ ভাঙড় ২ নম্বর



রক্তের পোলেরহাট থানার পাইকান রক্তাক্ত একটি লক্ষা ক্ষেতে তার এলাকায় দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়

এলাকায়। খবর যায় পুলিশে। খবর পেতেই ঘটনাস্থলে যায় পোলেরহাট থানার পুলিশ। বাবলুর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। বাবলুর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ প্রতিবেদনের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত ভাড়া ছিল। সেই বিবাদের

জেরেই তাকে পিটিয়ে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃতের পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ

দোলের মধ্যরাতে বিশ্বভারতীর বয়েজ হস্টেলের পড়ুয়ারা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার শিকার

দূরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৬ মার্চঃ দোলের মধ্যরাতে পড়া শেষে ছাদে গিয়ে আড্ডায় মজেছিলেন বয়েজ হস্টেলের ছাত্ররা। আচমকাই হস্টেলের ভিতর ঢুকে পড়েন পাশের বাড়ির কয়েকজন ‘দিদি’, আর তারপরই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার শিকার বিশ্বভারতীর ছাত্রাবাসে হামলা, পড়ুয়াদের মারধরের অভিযোগ বহিরাগত কয়েকজন মহিলা ও পুরুষের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য। সুভাষপল্লির বিশ্বভারতীর একটি ছাত্রাবাসে। এই ছাত্রাবাসে মাত্র ২০ জন পড়ুয়া থাকে। অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে হোস্টেলে থাকা পড়ুয়ারা। ছাত্রদের অভিযোগ, এলাকারই নির্দিষ্ট কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ছাত্রাবাসের

ছাত্রদের অভিযোগ, নানা ইস্যুতেই তাঁদেরকে উত্তাড় করেন অভিজ্ঞরা। এমনকি এর আগে একাধিকবার মারধরও করা হয়েছে। ছাত্রদের অভিযোগ, আসলে এলাকার



কয়েকজন ওই হোস্টেলের জায়গা দখল করে ক্লাব ঘর বানাতে চান। বাকি জায়গাটিকে দখল করতে চায়। তাই ছাত্রদের সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার নিত্যদিন হয়ে থাকে। তবে শনিবার ছাত্ররা প্রতিবাদ করলে

করা হচ্ছে। ঘটনার পর থেকেই চাপা উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা বলছেন, “খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমরা প্রশাসনকে বলছি এই খুনের সঙ্গে যে বা যারা জড়িত আছে তাঁদের অবিলম্বে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।” তবে এর পিছনে কোনও রাজনীতির যোগ আছে কিনা তা নিয়ে কিছু বলতে নারাজ শওকত। তাঁর কথায়, “আমরা তো আর বিজেপি নই যে কিছু হলোই, কেউ গলায় দড়ি দিয়ে মরলে আত্মহত্যা না বলে খুন বলে চালিয়ে দেয়। আমরা মনে করি যতক্ষণ না তদন্ত সচিব পর্যায়ে যাচ্ছে ততক্ষণে এটাকে রাজনৈতিক হত্যা আমরা বলতে পারি না।”

হোলির রাতে রক্তে ভাসল কালিয়াচক! বাইক থামিয়ে কোপের পর কোপ, মৃত যুবক

দূরন্ত বার্তা, কালিয়াচক, ১৬ মার্চঃ গালাগালি, তা থেকে বাচসা। আর শেষ পর্যন্ত তাতেই একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড। প্রাণ গেল চা বিক্রেতার। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের কালিয়াচক থানার চরি অনন্তপুর গোয়ালপাড়া এলাকায়। ঘটনায় আরও এক যুবক আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। মৃত যুবকের নাম বিকাশ ঘোষ। বয়স ২৮। এলাকাতেই তাঁর একটি বাইকের দোকান রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন তাঁর দাদাও। স্থানীয় সূত্রে খবর, হোলির দিন রাতে দাদাকে নিয়ে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন বিকাশ। রাস্তাতেই মনোজের সঙ্গে তাঁদের বচসা শুরু হয়ে যায়। অভিযোগ, কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ চরি অনন্তপুর এলাকা

দিয়ে আসার সময় তাঁদের দেখে আচমকা গালিগালাজ শুরু করে দেয় মনোজ। প্রতিবাদ করলে তেলেবেগুনে ছলে ওঠে। সোজা



হাঁশুয়া নিয়ে এসে এলোপাখানি কোপ মারতে শুরু করে। মুহূর্তেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বিকাশ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁরা। গুরুতরভাবে জখম হন তাঁর দাদা। এদিকে চিৎকার চিৎকার চোচামেচি শুনে ততক্ষণে বাইরে

বেরিয়ে এসেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর যায় পুলিশে। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদহ মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে

ভর্তি রয়েছেন বিকাশের দাদা। সেখানেই বিকাশের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রেক্ষার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। কিনে সে এই কাজ করতে গেল, পুলিশে কী কারণ, সবটাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সাতসকালেই দুই বন্ধুর মৃতদেহ উদ্ধার ঘনাচ্ছে রহস্য, খুন নাকি দুর্ঘটনা?

দূরন্ত বার্তা, শালবেদিয়া, ১৬ মার্চঃ সাতসকালেই জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার, পাশেই পড়ে বাইক, বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু নাকি পিছনে অন্য কোনও? জুর চাপানউতোর বাকুড়ায়। এদিন সাতসকালেই গ্রামের প্রান্তে একটি ইটের স্তুপের পাশে দুই যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অদূরে পড়ে রয়েছে একটি বাইক। কান্ডেভরে হাটতে বেরিয়ে এমন দৃশ্য দেখে কার্যত চমকে উঠেছিলেন বাকুড়ার গন্ডাজলঘাট থানার শালবেদিয়া গ্রামের মানুষেরা। তড়িঘড়ি থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে গ্রামের প্রান্তে রাস্তার ধারে স্তুপ করে রাখা দুই যুবকের মৃতদেহ

মণ্ডল ও বাগ্না মাজি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাকুড়ার শালতোড়া থানার কাটাবাইদ গ্রামের বাসিন্দা ওই



দুই যুবক জেলার বাইরে কাজ করতো। সম্পত্তি হরিনাম সংকীর্তন উপলক্ষে তারা গ্রামে ফিরে আসে। শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ দুই

বন্ধু একটি বাইকে বেরিয়ে যায়। রাতে আর তাঁরা বাড়িতে ফেরেন। পরের দিন সাতসকালে প্রান্তঃভ্রমণে বেরিয়ে

‘সুকল্যাণ নয় অকল্যাণ’ পদ পেতেই পোস্টার পড়ল তৃণমূলের পার্টি অফিসে

দূরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১৬ মার্চঃ ছাবিশশের ভোটের আগে গোষ্ঠী কোন্দল অব্যাহত। জেলা সভাপতি নিয়োগ করতেই শুরু বিতর্ক। বসিরহাটে নবনিযুক্ত বিজেপি-র জেলা সভাপতি শুকল্যাণ বৈদ্যর নামে পোস্টার। আর সেই পোস্টার পড়ল বাদুড়িয়ার বিজেপি-র পার্টি অফিসে। যদিও, তড়িঘড়ি সেই পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট পোস্টারে লেখা বসিরহাট জেলা বিজেপির সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য “অকল্যাণ ক্ষতিকারক, ধ্বংসকারী। সুকল্যাণ বৈদ্য ‘দূর হটে’ ‘আমরা তোমাকে বসিরহাট বিজেপি কর্মীবৃন্দ’ ঘটনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরঙ্গ। বিজেপি-র দাবি বিরোধীরা পোস্টার

মেরেছে। পাল্টা তৃণমূল বিজেপি নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ বলেন, “আমার কাছে খবর আছে



বাদুড়িয়া পার্টি অফিসে পোস্টার আছে। উনি তো লড়াই ছেলে। উদীয়মান ছেলে বলে সঙ্গে সঙ্গে পোস্টার পড়েছে।” অপরদিকে বসিরহাট জেলা বিজেপির সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য বলেন, “যে পরিমাণ কার্যকর্তাদের কাছ থেকে সাড়া

পেয়েছি, তাতে এক-দুজন কোথায় কী করল না করল আমি অত ভাবি না। তৃণমূলের দালালরা এই সব করছে।” বাদুড়িয়া মেইন ব্লক তৃণমূল সভাপতি প্রতাপউদ্দিন আহমেদ বলেন, “ওদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব জর্জরিত। ওদের কোনও সংগঠন নেই। এখানে তৃণমূল শক্তিশালী। তাই ওদের নিয়ে কোনও মাথা ব্যথা বা চিন্তাই নেই।” উল্লেখ্য, তবে শুধু বসিরহাট নয়, পোস্টার পড়েছে জলপাইগুড়িতেও ছাবিশশের ভোটে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল। নবনির্বাচিত বিজেপি জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে দলীয় কার্যালয় ঘেরাও করার ডাক দিল বিজেপির বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী। রবিবার বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয় ঘেরাওয়ের ডাক স্নেহ বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতা অলোক চক্রবর্তী।

এগিয়ে এসেছে সমুদ্র, বড়সড় বিপদের মুখে কপিল মুনির আশ্রম!

দূরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর, ১৬ মার্চঃ ফের ভাঙনের মুখে কপিলমুনির আশ্রম। তীব্র ভাঙনের মুখে কপিলমুনির মন্দিরের সামনের সাগর পাড়। পূর্ণিমার কোটালের জেরে রবিবার সকাল থেকে বঙ্গোপসাগরের বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে উপকূলের বাঁধে। নতুন করে ভাঙনের গ্রাসে এক নম্বর থেকে চাক নম্বর স্নানঘাটের রাস্তা পর্যন্ত সমুদ্রতট। তীব্র ভাঙনের জেরে কপিলমুনির মন্দিরের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার পথে। বলা ভাল বড় বিপদের মুখে কপিলমুনির আশ্রম। আপৎকালীন ভিত্তিতে সাগরপাড়ের বাঁধ ও রাস্তা মেরামত করেছে ২০২৫ গঙ্গাসাগর মেলা শেষ করেছে রাজা সরকার। তবে ভয়াবহ ভাঙনের কারণে বন্ধ রাখতে হয়েছে ২ ও ৩ নম্বর স্নান ঘাটা যার কারণে ১, ৫ এবং ৬



নম্বর ঘাটে স্নান সেরে অতিরিক্ত পথ অতিক্রম করে কপিলমুনি মন্দিরে পৌঁছতে হয়েছিল পুণ্যাধীদের। এবার পূর্ণিমার কোটালে সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের কারণে নতুন করে ভাঙছে কপিলমুনি আশ্রমের সামনে ১ থেকে ৪ নম্বর স্নান ঘাট পর্যন্ত উপকূলের তট সহ বাঁধ। ভাঙনের জেরে ক্রমেই কাছে কপিলমুনি আশ্রম থেকে সমুদ্রের দূরত্ব। সামনেরই রয়েছে ঘড়ঘের মরশুম, ফলে কপিলমুনি আশ্রম রক্ষা নিয়ে চিন্তিত স্থানীয় বাসিন্দারা। ক্রত স্থায়ীভাবে সমুদ্র বাঁধ মেরামতের দাবি তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে বিরোধীরা। বিজেপি নেতা অরুনা দাস বলেন, “এটা তো একটা নিত্য দিনের খবরের মতো। এই রাজ্য সরকার এই মেলার আগে কোটি কোটি বাজেট নিয়ে আসছে। তবে তৃণমূলের নেতারা তা চুরি করে নিচ্ছে।” স্থানীয় বাসিন্দা রবি দাস বলেন, “আমরা খুবই আতঙ্কে আছি। কারণ আমরা তো নদী তীরবর্তী দোকানদার। জগাঘা ছোট হয়ে গেলে দোকান পড়ে যাবে।”

ওদের ‘টার্গেটে’ ছিল কলকাতা, বড় কিছু ঘটনার আগের মুহূর্তেই বাধা পুলিশের, আটক সাত

দূরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১৬ মার্চঃ টার্গেট করেছিল কলকাতা। সেই মতোই রওনা দিয়েছিল সাত জন। বিভিন্ন ধরনের ধারালো অস্ত্র নিয়ে তৈরি

ধৃতদের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, তালো ভাঙার যন্ত্র, লোহার গিল কাটার যন্ত্র ও ধারালো অস্ত্র। বাজেয়াপ্ত করা



হয়ে গিয়েছিল। প্রস্তুত হচ্ছিল গাড়িতে ওঠার জন্য। কিন্তু তার আগেই যত কাণ্ড। বাধা হয়ে দাঁড়াল পুলিশ। কারণ বারুইপুর থানার পুলিশের কাছে আগেই খবর ছিল কলকাতা ডাকতি করতে যাচ্ছে এই সড়ক লোকজন। আর যাওয়ার পথেই প্রেফতার সাতজনের একটি ডাকাত দল। প্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। বারুইপুর পুলিশ সূত্রে খবর, বারুইপুরের টংতলা এলাকা থেকে প্রেফতার হয়েছে ওই ডাকাত দলটি।

হয়েছে একটি চার চাকা গাড়ি। আর সেই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে অতিরিক্ত নম্বর প্লেট। পুলিশ সূত্রে খবর, ডাকাতের পর গাড়ির নম্বর প্লেট বদলে পাালিয়ে আসার হুক ছিল ধৃতদের। ধৃত সাত জনকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে চার জনের বাড়ি বকুলতলা থানায় এলাকায়। আর বাকি দুজনের বাড়ি কুল্লি থানা এলাকায়। ও একজনের বাড়ি কুলতলি থানায় এলাকায়।

আবাসের ৬০ হাজার অ্যাকাউন্টে ঢুকলেও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি বহু উপভোক্তা!

দূরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১৬ মার্চঃ বাংলা আবাস যোজনার প্রকল্পের প্রথম কিস্তি ৬০,০০০ টাকা পেয়েও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি বহু উপভোক্তা। পরিদর্শনে বেরিয়ে এমনই চাঞ্চল্যকর হাতে এল প্রশাসনিক কর্তাদের। বাড়ি বাড়ি গিয়ে

বাড়ি বাড়ি গিয়ে গিয়ে পরিদর্শন করেন ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্যামলী সর্দার এবং সহ-সভাপতি বিকাশ কর সহ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। জানা গিয়েছে, ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায়



পরিদর্শনের পর ক্রত বাড়ি তৈরির নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। রাজ্যের পক্ষ থেকে বাংলা আবাস যোজনার টাকা ইতিমধ্যে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে গিয়েছে। প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবার পরেও বহু উপভোক্তা এখনও পর্যন্ত বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায়। ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির অজববগর ১ অঞ্চলের আনন্দপুর এবং মোহনপুর অঞ্চলের ধরমপুর ও রানির বাজার এলাকায়

বাংলা আবাস যোজনা মোট প্রাপক সংখ্যা ৫৬৬৪ জন। যার মধ্যে প্রথম কিস্তি টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে পেলেও বাড়ির তৈরির কাজ শুরু করেননি ৪৪০ জন উপভোক্তা। উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ৬০,০০০ টাকা ঢুকে যাওয়ার পরেও কেন এখনও পর্যন্ত বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি, সমস্ত বিষয় বাড়ি বাড়ি গিয়ে খতিয়ে দেখছেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। ক্রত বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছেন আধিকারিকেরা।

জল খাওয়ার বাহানা করে বাড়িতে ঢুঁ! দরজা খুলতেই যুবতীর মুখে সেলোট্যেপ আটকে ধর্ষণের অভিযোগ রামপুরহাটে



দূরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৬ মার্চঃ জল খেতে চাওয়ার বাহানা করে গৃহধর্ম মুখে সেলোট্যেপ লাগিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর ঘটনা বীরভূমের রামপুরহাট থানা এলাকায়। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত যুবককে প্রেফতার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। অভিযুক্ত ও নির্বাহিতা দু’জনেরই বাড়ি একই থানা এলাকায় বলে জানা যাচ্ছে। অভিযুক্তের কটোর শাস্তির দাবি তুলছেন নির্বাহিতার বাড়ির সদস্যরা। ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রামের বাসিন্দারাও। নির্বাহিতার অভিযোগ, শনিবার ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে একই ছিলেন। আচমকা তাঁর বাড়িতে জল চাইতে যায় অভিযুক্ত যুবক। আর ঠিক তখনই তাকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে নিয়ে চলে যায় ওই যুবক। মুখে সেলোট্যেপ লাগিয়ে ধর্ষণ করা হয়। পরের বাড়ির লোকজন চিৎকার চোচামেচি শুনে ছুটে আসে। তাঁদের কাছে সবটা খুলে বলেন ওই যুবতী। রাতেই ওই যুবকের নামে রামপুরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ পেতেই আকাশনে নামে পুলিশ। রাতেই প্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ওই গৃহধর্মকে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। নির্বাহিতার পরিবারের এক সদস্য বলেন, “জল খাওয়ার নাম করে ছেলোট্যেপ বাড়িতে ঢোকে। দরজা খুলে জল দিতে যেতেই ওকে টেনে বাড়ির ভিতরে তুলিয়ে নেয়। হা-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। মুখে সেলোট্যেপ লাগিয়ে দেয়। তারপর ওপর করে। চোচামেচি শুনে মা প্রথমে ছুটে আসে। মা ছেলোট্যেপ ধরেও ফেলে। ওরা টাকা দিয়ে ফারাসাদা করতে চেয়েছিল। কিন্তু, রাতেই আমরা রামপুরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।”

তৈরির ৪ ঘণ্টার মধ্যে ফাটল ৪৭ লাখি রাস্তার!

দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৬ মার্চঃ ৪৭ লক্ষ টাকার ঢালাই রাস্তা তৈরির পরই ফাটল। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা। হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার ঘটনা। প্রায় আট দশ বছর ধরে এলাকাবাসীর দাবি ছিল বেহাল রাস্তা মেরামত করা হোক। সেই মত ঢালাই রাস্তা হওয়া মাত্রই ফাটল ধরল নতুন রাস্তায়। নিম্নমানে রাসমন্ত্রী ব্যবহারের অভিযোগ এলাকাবাসীরা। হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের জিটি রোড বাঁপপুকুর থেকে সাহাগঞ্জ যাওয়ার দু’কিমি রাস্তা বেহাল দশা ছিল প্রায় আট দশ বছর ধরে। রাস্তা মেরামতের দাবি জানিয়ে জিটি রোড অবরোধ করেছিলেন



এলাকাবাসীরা। বিক্ষোভ হয় বার বার। পুরসভা প্রশাসনের আধিকারিকরা গিয়ে প্রতিশ্রুতি দেন, টাকা এলেই রাস্তা হবে। গত এক সপ্তাহ ধরে নতুন ঢালাই রাস্তা তৈরি শুরু হয়।এক কিমি রাস্তা ঢালাই হয়। সেই নতুন রাস্তা তৈরির চার পাঁচ ঘটনার মধ্যেই ফাটল দেখা দেয় বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর অভিযোগ নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে তার ফলেই এই ফাটল। এলাকার বাসিন্দা রাশেশ্যাম শঙ্খ বর্গিক বলেন, দীর্ঘদিন রাস্তার বেহাল দশা। রাস্তা দে নাগ যখন সাংসদ ছিলেন, তখন তিনি দেখে গিয়েছিলেন রাস্তার দশা। তারপর থেকে আর রাস্তা সারাই হয়নি বলে এলাকাবাসীর দাবি। এরপর এখানের প্রত্যেকটি ক্লাব সদস্যরা মিলে জিটি রোড অবরোধ করা হয় রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে। বহু মানুষ রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙেছে। বহুবার পুরপ্রধানকে বলেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। এলাকার বাসিন্দা দীপু ভৌমিক বলেন, “রাস্তার জন্য অনেক লড়াই করা হয়েছে। তারপর এসডিও ম্যাদাম কে জানানো হয়। তিনি বলেছিলেন রাস্তা ভালো করে হবে। তার পরিমাণ যে এটা হবে জানা ছিল না। বিষয়টা কন্ট্রিটরকে অনেক বার বলেছি কিন্তু তারা কেও কথা সেটেনি।” এ বিষয়ে চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, “বিষয়টা জানা ছিল না, এখন জনলামা। খারাপ রাস্তা যদি হয় সেটা দুঃখের। আমি পি.ডাবলু.ডি সিআইএসি সৌমিত্র ঘোষকে বলব বিষয়টি তদন্ত করতো। রাস্তার নমুনা কোয়ালিটি কন্ট্রোল বোর্ডে পাঠানো হবে। আমি আজকেই ব্যবস্থা নেব। সরকারটির টাকা নয় ছয় করার অধিকার কেউ কাউকে দেয়নি।”

মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রেফতার

দূরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ১৬ মার্চঃ ফাঁকা বাড়িতে এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রেফতার এক যুবক। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ভাঙড়ের পোলেরহাট এলাকা। ধৃত যুবকের নাম মনিরুল মোল্লা। বাড়ি পোলেরহাট থানা এলাকার কুলবেদিয়া এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে বাড়িতে একই ছিলেন ওই মহিলা। পরিবারের দাবি, তিনি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। সেই সুযোগে কথার ছলে ফাঁসিয়ে ধরে ঢোকে অভিযুক্ত। একা পেয়ে তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পোলেরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ কর্তৃতে নির্বাহিতার মা। অভিযোগের ভিত্তিতে এক ঘটনার মধ্যে অভিযুক্তকে প্রেফতার করে পোলেরহাট থানার পুলিশ।

ABRIDGED OFFLINE TENDER NOTICE

The Sub-Divisional Officer, Malda Irrigation Sub-Division, Green Park, Malda invited offline N.I.T. No-01/SDO/MISD of 2024-25. Last date & time for application of tender is on 24.03.2025 upto 3.30 pm. Details may be had from the office of the under- Signed & site http://www.wbiwd.gov.in/ Sd/- Sub-Divisional Officer Malda Irrigation Sub-Division Green Park, Malda

E-TENDER NOTICE

Chairperson Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Supply, Delivery, Erection & Commissioning Of 1 No 9 Mtr. Octagonal High Mast Tower 6 x 150 Watt LED Light System With Dual Channel 24 Hr./Twilight Timer Operation For Hooghly District (Excluding Service Connection Charge) For MPLADS/BEUP Scheme and Construction of Cement Concrete Road & sidewalk in Ward No-18 and Laying of Pipe Line including Supply of Pipe & Accessories in Ward No-17 & 20 for E.N.I.T. No-WBMD/DKM/CP/IE-NT-163, 164, 165 & 166/ 2024-25. Bid Submission closing date (Online)- 25/03/2025. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender. Sd/- Chairperson Dankuni Municipality

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

অনেক পরিবারেই একাধিক সদস্য একই সাবান ব্যবহার করেন। আদতে কি ব্যাপারটা স্বাস্থ্যকর?



পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ সাবান। সাবানের অনেক ধরন। কোনোটা সুগন্ধি, কোনোটা জীবাণু বিরুদ্ধে বেশি শক্তিশালী। কোনোটাতে ফ্লোরের পরিমাণ বেশি, কোনোটা একটু কোমল। হাত ধোয়ার জন্য তরল সাবানও পাওয়া যায় আজকাল। শাওয়ার জেল বা ইমোলিয়েন্টও একধরনের সাবানই বটে। সাবানের ধরন যেমনই হোক না কেন, অনেক পরিবারেই একাধিক সদস্য একই সাবান ব্যবহার করেন। আদতে কি ব্যাপারটা স্বাস্থ্যকর? সাবান ঝুককে পরিষ্কার করে। তাতে ধূলাময়লা ও রোগজীবাণু থেকে ঝুক থাকে সুরক্ষিত। ঝুকের জীবাণু নাক, মুখ বা চোখের

সাহায্যে দেহের ভেতর ঢুকে পড়লেও মারাত্মক সংক্রমণ হতে পারে। তাই ঝুক পরিষ্কার করার গুরুত্ব অনেক বেশি। তবে সাবান কেবল এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজটুকুই করে না, বরং সাবান ঝুকে আর্দ্রতাও জোগায়। তরল সাবান, শাওয়ার জেল বা ইমোলিয়েন্ট এবং কম ফ্লোরীয় সাবানের বার তুলনামূলক কোমল। আর্দ্রতা বেশি পাওয়া যায় এসব সাবান থেকে। পরিবারের সদস্যদের বয়স, ঝুকের অবস্থা, পেশা প্রভৃতির কারণে ভিন্ন ধরনের সাবান প্রয়োজন হতে পারে। সবদিক বিবেচনায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, একই সাবান সবার ব্যবহার করা উচিত হবে কি না।



কার জন্য কোন সাবান
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাধারণ যেকোনো সাবানই ভালো। তবে মুখমণ্ডলের জন্য কোমল সাবান কিংবা ফেসওয়াশ বেছে নেওয়া প্রয়োজন। মুখমণ্ডল, কুঁচকি ও তলপেটের নিম্নাংশের ঝুক বেশ সংবেদনশীল। এই অংশের ঝুকে অবশ্যই খুব কোমল সাবান ব্যবহার করা উচিত। কোমল সাবান ঝুককে আর্দ্র রাখে। হাত-পায়ের জন্য জীবাণুনাশী সাবান

বেছে নেওয়া যেতে পারে। এগুলো অবশ্য একটু ফ্লোরীয়। বাইরের ধূলাবালুতে যাদের লম্বা সময় কাজ করতে হয় কিংবা যাদের ঝুক অতিরিক্ত তৈলাক্ত, তাদের মুখমণ্ডল, কুঁচকি ও তলপেটের নিম্নাংশের ঝুক ছাড়া বাকি সব অংশের ঝুকের জন্য

উচিত, যা আর্দ্রতা দেয়।

যদি সাবানের প্রয়োজন এক হয়
বুঝতেই পারছেন, পরিবারের সবার জন্য প্রয়োজনীয় সাবানের ধরনটি এক না-ও হতে পারে। তাই প্রয়োজন বুঝে প্রত্যেকের জন্য আলাদা সাবান বেছে নেওয়া উচিত। তবে সাবানের প্রয়োজন যদি এক হয়, তাহলে কিন্তু একই সাবান ব্যবহার করলে ক্ষতি নেই। তা সেটি তরল সাবান, শাওয়ার জেল বা ইমোলিয়েন্টই হোক, কিংবা হোক সাবানের বার। ঝুকের উপরিভাগে লেগে থাকা জীবাণু সাবানের মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, এটি ভুল ধারণা।

তবে যদি কারও ঝুকে সংক্রমণ থাকে...
কারও ঝুকে জীবাণু সংক্রমণ থাকলে অবশ্য একটু সতর্ক হওয়া উচিত। সংক্রমণ হওয়ার অর্থ হলো জীবাণুগুলো সক্রিয় অবস্থায় তাঁর ঝুকে রয়েছে। তাই তাঁর ব্যবহৃত সাবান পরিবারের অন্যদের ব্যবহার না করাই ভালো। ঝুকে সংক্রমণের ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যক্তিগত ব্যবহার্যসামগ্রীও আলাদা রাখার পরামর্শই দেওয়া হয়। যেমন ছত্রাক সংক্রমণ, খোসপাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগ সহজেই একের থেকে অন্যর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন।

অনেকেই পায়ের মাংসপেশিতে টান লাগার সমস্যায় ভোগেন, কি করবেন, আর কি করবেন না

পায়ের মাংসপেশিতে টান লাগার সমস্যা নিয়ে রোজ অনেকেই যান চিকিৎসকের কাছে। রোগীরা তাঁদের ভাষায় সমস্যা সম্পর্কে বলেন, ‘পায়ের মাংসপেশি চাবায় বা কামডায়’, ‘রগ টেনে ধরে’। অনেকে মাংসপেশিতে টান লাগার ফলে কতটা অস্বস্তিতে পড়েন, সেটাও বুঝিয়ে বলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এই সমস্যাকে বলে ‘লেগ ক্র্যাম্প’। হঠাৎ করে পায়ের বিভিন্ন অংশের মাংসপেশির সংকোচনই হলো লেগ ক্র্যাম্প। হঠাৎ করে শুরু হয় এবং কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ফলে পায়ের অস্বস্তি কাজ করে। শারীরিক কোনো ক্ষতি না করলেও বেশ কষ্টের অভিজ্ঞতা নিঃসদেহে এতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও যথেষ্ট ব্যাহত হয়।



যাঁদের বেশি হয়
লেগ ক্র্যাম্প বয়স্ক মানুষদের বেশি হয়। বয়সের কারণে মাংসপেশির র্টান ও কার্যকারিতা পরিবর্তন হয়ে এ রকম হতে পারে। কম বয়সীদেরও হতে পারে। কায়িক শ্রম কম করলে এবং

প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবেও হতে পারে। তুলনামূলকভাবে নারীদের লেগ ক্র্যাম্প বেশি হয়। অনেক সময় অন্তঃসত্তা নারীদেরও হতে পারে। যাঁদের দীর্ঘ সময় কাজের জন্য বসে থাকতে হয়, তাঁদের পায়ের

কেন হয়
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কারণ নির্ণয় করা যায় না। তবে কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ আছে
১. স্নায়ুর ওপর চাপ বেশি পড়ে,
২. পুষ্টির অভাব।
৩. মানসিক চাপ।
৪. অতিরিক্ত কায়িক শ্রম।
৫. মাংসপেশিতে অক্সিজেনের ঘাটতি।

করণীয়

লেগ ক্র্যাম্প প্রতিরোধে অন্যতম কার্যকরী পন্থা হলো পুষ্টির খাবার খাওয়া। পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার খুব কার্যকর। এ ক্ষেত্রে কিছু খাবার নিয়মিত খেতে পারেন
১. কলায় প্রচুর পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম থাকে।
২. পালংশাক ম্যাগনেশিয়াম, ফলিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম, ভিটামিন সি, অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ।
৩. মিষ্টি আলু পটাশিয়াম, ভিটামিন এ, ম্যাগনেশিয়ামের ভালো উৎস।
৪. কাঁচাবাদামেও প্রচুর ম্যাগনেশিয়াম পাবেন। পায়ের কিছু ব্যায়াম পেশিতে টান লাগা কমাতে সাহায্য করে। রাতে অনেক সময় পা তুলে রাখলেও ভালো উপকার মেলে। এরপরও না কমলে চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ খেতে হতে পারে।

ছাতনী পরীনিতা আর্ট একাডেমিতে দুই দিনের চিত্র প্রদর্শনী ও বাৎসরিক অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন



পূর্বস্থলী, ১৬ মার্চঃ পূর্বস্থলী ২ রকের ছাতনী পরীনিতা আর্ট একাডেমির উদ্যোগে দুদিন ধরে চিত্র প্রদর্শনী এবং বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। গতকাল বসে আঁকা প্রতিযোগিতা এবং আজ শেষ দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং গাছ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বসে আঁকা প্রতিযোগিতায় ২৭০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতা ৫ টি বিভাগে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়, সকলকেই পুরস্কৃত করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে উৎসাহ ও উদীপনা লক্ষ্যণীয় ছিল। উপস্থিত ছিলেন পরিণীতা আর্ট একাডেমির শিক্ষিকা প্রিয়াঙ্কা ঘোষ দত্ত সহ আরও অনেকে। আজকের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলার পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়, যা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠান শেষে গাছ বিতরণ অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়, যাতে সবাই পরিবেশ রক্ষায় অবদান রাখতে পারবে। এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পকলার বিকাশ ঘটানো এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

পোলেরহাটে প্রতিবেশি এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৬ মার্চঃ বাড়িতে কেউ না থাকার স্যোগে একা পেয়ে প্রতিবেশী এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো এবার এক যুবকের বিরুদ্ধে।অভিযুক্ত যুবকের নাম মনিরুল মোল্লা, বাড়ি পোলেরহাট থানার কুলেরডিয়া এলাকায়। রবিবার বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে সে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে এক মহিলা কাজের জন্য বাইরে গেলে সেই সুযোগে প্রতিবেশী এক যুবক এসে তাঁর মেয়ের সাথে ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়। বাড়িতে ঐ মহিলা ফিরতেই কল্যাণটি করে তার মেয়ে।তারপর পোলেরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ করে মা।আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এক ঘটনার মধ্যে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে পোলেরহাট থানার পুলিশ। তবে কেন সেই এই কাজ করলো তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পোলেরহাট থানার পুলিশ। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

চুঁচুড়ায় ৪৭ লক্ষ টাকার ঢালাই রাস্তা তৈরির পরই ফাটল, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা

বনম্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলি, ১৬ মার্চঃ রাস্তা মেরামতের দাবি জানিয়ে জিটরোড অবরোধ করেছিলেন এলাকাবাসীরা। বিক্ষোভ হয় বার বার। হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের জিটি রোড বাঁপপুকুর থেকে সাহাগঞ্জ যাওয়ার দু'কিমি রাস্তা বেহাল দশা ছিল প্রায় আট দশ বছর ধরে।

হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের জিটি রোড বাঁপপুকুর থেকে সাহাগঞ্জ যাওয়ার দু'কিমি রাস্তা বেহাল দশা ছিল প্রায় আট দশ বছর ধরে। ৪৭ লক্ষ টাকার ঢালাই রাস্তা তৈরির পরই ফাটল। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা। হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার ঘটনা। প্রায় আট দশ বছর ধরে এলাকাবাসীর দাবি ছিল বেহাল রাস্তা মেরামত করা হোক। সেই মত ঢালাই রাস্তা হওয়া মাত্রই ফাটল ধরল নতুন রাস্তায়।

নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ এলাকাবাসীরা। রাস্তা মেরামতের দাবি জানিয়ে জিটরোড অবরোধ করেছিলেন এলাকাবাসীরা। বিক্ষোভ হয় বার বার। পুরসভা প্রশাসনের আধিকারিকরা গিয়ে প্রতিশ্রুতি দেন, টাকা এলেই রাস্তা হবে। গত এক সপ্তাহ ধরে নতুন ঢালাই রাস্তা তৈরি শুরু হয়। এক কিমি রাস্তা ঢালাই হয়। সেই নতুন রাস্তা তৈরির চার পাঁচ ঘটনার মধ্যেই ফাটল দেখা দেয় বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর অভিযোগ নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে তার ফলেই এই ফাটল। এখানের প্রত্যেকটি ক্লাব সদস্যরা মিলে জিটি রোড অবরোধ করা হয় রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে। বহু মানুষ রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙেছে। বহুবার পুরপ্রধানকে

বলেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। এলাকার বাসিন্দা বলেন, ‘‘রাস্তার জন্য অনেক লড়াই করা হয়েছে। তারপর এসডিও ম্যাদাম কে জানানো হয়। তিনি বলেছিলেন রাস্তা ভালো করে হবে। তার পরিণাম যে এটা হবে জানা ছিল না। বিষয়টা কন্ট্রল্লিরকে অনেক বার বলেছি কিন্তু তারা কেও কথা শোেননি। এ বিষয়ে চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, ‘‘বিষয়টা জানা ছিল না, এখন জানলাম। খারাপ রাস্তা যদি হয় সেটা দুঃখের।

আমি পি.ডাব্লু.ডি সিআইসি সৌমিত্র ঘোষকে বলব বিষয়টি তদন্ত করতে। রাস্তার নমুনা কোয়ালিটি কন্ট্রোল্লি রোর্ডে পাঠানো হবে। আমি আজকেই ব্যবস্থা নেব। সরকারি টাকা নয় ছয় করার অধিকার কেউ কাউকে দেয়নি।

কালভার্ট সংস্কারের সময়ে দুর্ঘটনা, মোটা সিমেন্টের চাওড়ের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হলো দুজন শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, ধনেখালি হুগলি, ১৬ মার্চঃ রবিবার দুর্ঘটনা ঘটেছে হুগলির ধনেখালির তেলের পাড় গ্রামে। মৃতদের নাম শ্যামাপদ বারুই এবং প্রতাপ জানা। কালভার্ট সংস্কারের সময়ে দুর্ঘটনা। মোটা সিমেন্টের চাওড়ের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হলো দুজন শ্রমিকের। শ্যামাপদের বাড়ি পশ্চিম বর্ধমানের কৃষ্ণরামপুরে। প্রতাপের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগণার গঙ্গাসাগর এলাকায়। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ধনেখালি থানার পুলিশ। সিমেন্টের স্ল্যাবের নীচে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে শ্রমিকদের দেহ এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ, কোনও সুরক্ষা না নিয়েই ওই শ্রমিকরা কালভার্ট সংস্কারের কাজ করছিল। সে ক্ষেত্রে টিকেদাদরের ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার বিকলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ভিত্তিসি ক্যানেলের উপর একটি কালভার্ট সংস্কারে

কাজ করছিলেন ১০ জন শ্রমিক। ভেঙে পড়া চাঁইয়ের নীচে চাপা পড়ে যান দুই জন শ্রমিক। সেই কাজ চলাকালীন একটি সিমেন্টের স্ল্যাব কটিতে গিয়ে আঁটে একটি চাঁই ভেঙে পড়ে। স্থানীয়রাই প্রথমে তাঁদের উদ্ধার করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই সিমেন্টের চাঁই ভাঙতে গেলে বিপদ বাড়তে পারে, এই আশঙ্কা করেন তাঁরা।

এর পর খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। পুলিশ এসে ফ্রেন দিয়ে ওই স্ল্যাব সরিয়ে দেয়। নীচে চাপা পড়ে থাকা শ্যামাপদ এবং প্রতাপকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ওই শ্রমিকদের সুরক্ষার পর্যাণ্ড ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বসন্ত উৎসবে নাচে গানে আবির খেলে মাতলেন মন্ত্রী

নববারাকপুর, ১৬ মার্চঃ বসন্ত উৎসবের সাথে দোল ঠিক মিলিয়ে ফেললে হবে না। দোল একদিন কিংবা দুদিন। বসন্ত উৎসব এক মাস ধরে চলতে পারে। মুখামন্ত্রী একটা কথা বারবার শিখিয়েছেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। মুখামন্ত্রী চিরকাল সকল ধর্মকে সম্মান করছেন। বসন্ত উৎসব আনন্দের উৎসব। ভালোবাসার উৎসব। সম্প্রীতির উৎসব।প্রেমের উৎসব। সুন্দর ভাবে সকলে মিলে একে অপরকে ভালোবাসব। সকলে মিলে আনন্দ করব। ঠিক যেমন রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা। রবিবার দুপুরে বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে বসন্ত উৎসবে অংশগ্রহণ করে কথাগুলি বলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। পাটুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রার রবিবার দুপুরে বিলকান্দা ১ ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান পঞ্চায়েত সদস্য কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে স্থানীয় লেনিনগড় শিক্ষা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে বসন্ত উৎসবে নাচে গানে রং বেরঙের আবির খেলায় মাতলেন রাজ্যের কৃষি ও পরিসদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সাথে ছিলেন তার সুযোগ্য পুত্র রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সায়ন দেব চট্টোপাধ্যায় ওমন্ত্রী বলেন সুন্দর বসন্ত উৎসব করছে।

নরেন্দ্রপুরের বহুতল আবাসনে চুরির কিনারা করলো পুলিশ



দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৬ মার্চঃ এবার নরেন্দ্রপুর বিবেকানন্দ আবাসনে চুরি কা বাড়িতে চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হল এক ব্যক্তি। অভিযুক্তের নাম বিজয় দাস ওরফে বান্টি। জীবনতলা থানার পিয়ালী বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ মহেশতলার আখড়া এলাকা থেকে চুরি যাওয়া নগদ টাকা, বিদেশি মুদ্রা এবং সোনার গহনা উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,বিবেকানন্দ আবাসনের বাসিন্দা তপন বসু, যিনি একসময় স্টিল প্লাটে কর্মরত ছিলেন,ষ্ট্রীকে নিয়ে জয়পুরে মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁদের জামাই সেনা বাহিনীতে কর্পেল পদে কর্মরত। সেই সুযোগে ফাঁকা বাড়ি পেয়ে সেখানে চুরি হয়। প্রতিবেশি দের কাছ থেকে খবর পেয়ে তপন বসু ও তাঁর স্ত্রী তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরে আসেন। চুরির ঘটনা টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়। লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন তাঁরা। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে এবং আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে। পাশাপাশি বিভিন্ন সোর্সে মারফত তদন্ত শুরু করে। তদন্তে উঠে আসে অভিযুক্তের নাম বিজয় দাস ওরফে বান্টি। সোর্স ও টাওয়ার লোকেশান খতিয়ে দেখে জীবনতলা থানার পিয়ালী বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মহেশতলার আখড়া এলাকা থেকে চুরি যাওয়া নগদাবান সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে উদ্ধার হওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে নগদ টাকা,বেশ কিছু বিদেশি মুদ্রা এবং সোনার গহনা।

কীভাবে চুরির ছক কষা হয়েছিল, একাধিকজন জড়িত ছিল কিনা,সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে আদালতে পেশ করে পুলিশ।থুতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চান পুলিশ।

আলু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল হুগলির তারকেশ্বরে

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর হুগলি, ১৬ মার্চঃ এক আলু ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল হুগলির তারকেশ্বরে। আলু কিনে ফেরার পথে ঝামেলা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম রাখালচন্দ্র ঘোষ (৬০)। তারকেশ্বরেরই রামচন্দ্রপুর এলাকায় তাঁর বাড়ি। শনিবার রাতে তারকেশ্বর থানার পাঁচগেছিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় ঘটনাস্থলে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-সহ হুগলি গ্রামীণের একাধিক থানার আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীরা অকুস্থলে যান। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাতে পাঁচগেছিয়ায় গিয়েছিলেন রাখাল ও তাঁর ছেলে। গাড়ির জাগ্রতা হ্যাটাকে স্প্রে করে কয়েক জনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। সেখানে চামিদের কাছ থেকে আলু কিনে ডান্দে করে পিয়াসার নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, এর পরই লোহার রড দিয়ে রাখালের মাথা আঘাত করা হয়। উদয়নারায়ণপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ দিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হন স্থানীয়রা। রাখালের ছেলে তম্ময় ঘোষের কাজের দাবি বা জমির ব্যবস্থা করে দেওয়ার দাবিতে পুলিশের কাছে দাবি জানান গ্রামের লোকজন।

হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুশানু রায় বলেন, ‘‘আলু রাখা নিয়ে একটা বসসা হয়। আমরা প্রাথমিক ভাবে জানতে পেরেছি, চার পাঁচ জন মিলে এক ব্যক্তিকে মারার করে, তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। নামগুলোও জানতে পেরেছি আমরা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করব আমরা।’’ একই সঙ্গে তিনি জানান, মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের দাবি তুলেছেন এখানকার লোকজন। সেই দাবিও গুরুত্ব দিয়েই দেখা হচ্ছে।

Name Change	Name Change
I, HAFIZ KHAN, SON OF AKRAM ALI KHAN, RESIDING AT RESIDING AT MOLLA PARA,KAJI PARA, MADHYAMGRAM, NORTH 24 PAR-GANAS - 700124,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAFUJ KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2025. THAT HAFIZ KHAN AND HAFUJ KHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.	I, Tusher Debnath (Old Name) son of Ramapati Debnath, residing at 1851/, Sutir Math Gora Bazar, Murshidabad, P.S.- Berhampore, Pin- 742101, W.B. INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Tushar Debnath (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 11/03/2025. Tushar Debnath (New Name) and Tusher Debnath (Old Name) both are same and identical person.

Name Change	Name Change
I, Shruti Kumari Jain D/o Dharmendra Singh Jain Residing at 60/10, Gouribari Lane, P.o - Shyambazar, P.s - Manicktala, Dis- trict - Kolkata, Pin- 700004 West Bengal India shall henceforth be known as Shruti Jain. I declare that Shruti Kumari Jain and Shruti Jain is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 13-03-2025.	I, Nijam Ali Sekh S/O Sirajul Sekh,declare that my grandfather previously called name Rabiyl Gharani (old name), residing at Vill.- Uttar Krishnapur, P.O.- Krishnapur, P.S.- Magrahat, Dist.- South 24 Pgs, West Bengal, INDIA, have changed my grandfather name and he shall henceforth be known as Rabiyl Sekh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 13/03/2025. Rabiyl Sekh (new name) and Rabiyl Gharani (old name) both are same and identical person.

Name Change	Name Change
I Mominuddin Ahammed,S/o late Munshi Sirajuddin Ahammed,residing at Chowpala P.S -Dadpur, Dist - Hooghly,Pin-712305.My father Actual name is Munshi sirajuddin Ahammed S/O Emuddin as per Death Certificate and other's Document.My father in the mutation case notice that mirajuddin ahammed,S/O late Emauddin was the same and one identical person. Vide -Affidavit -No-762.Ld Judicial Magistrate 1st Class 3 rd Court Hooghly, sadar- Date:13/03/2025	I,SARKAR SUNIL NAKUL,SON OF NAKUL SARKAR, RESIDING AT MUSTAFI PARA, BIRNAGAR, RANAGHAT, NADIA - 741127, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNIL SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2025.THAT SARKAR SUNIL NAKUL AND SUNIL SARKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change	Name Change
I, BALA DAS (Old Name) W/O Rameswar Das, residing at 31/3, Brindaban Mullick Lane,Kadamtala, District-Howrah, PIN-711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BELA DAS (New Name) as declared before LD. Ex-ecutive Magistrate,1st Class at Howrah court, vide affidavit no-2253 Dated 13/03/2025, BALA DAS(Old Name) and BELA DAS (New Name) both are same and one identical person.	I, Sanchair Banerjee (Old Name) wife of Biswajit Banerjee, residing at Kushberia, Uluberia, Howrah RUDIA, Pin- 711316, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sanchari Banerjee (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 13/03/2025. Sanchari Banerjee (New Name) and Sanchair Banerjee (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I,RABIYA BIBI (OLD NAME) D/O LATE SK ABDUL RASID AND W/O SK ALI AKBAR,RESIDING AT VILL & PO - NEHALPUR, PS-MATIA, DIST BASIRHAT,PIN-743437,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RABIYA KHATUN (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/03/2025. RABIYA BIBI (OLD NAME) AND RABIYA KHATUN (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,MD SAMI AHMED & SAMI AHMED (OLD NAME) S/O LATE MOHAMMAD KHALIL,RESIDING AT NS ROAD, ASANSOL, PO-ASANSOL,DIST-PASCHIM BARDHAMAN, PIN-713301,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMI AHMAD (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATAON 13/03/2025.MD SAMI AHMED AND SAMI AHMAD(OLD NAME) AND SAMI AHMAD (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,MD AYAAN AHMED (OLD NAME) S/O SAMI AHMAD,RESIDING AT NS ROAD ASANSOL, PO-ASANSOL,DIST PASCHIM BARDHAMAN, PIN-713301, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AYAAN AHMAD (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/03/2025. MD AYAAN AHMED (OLD NAME) AND AYAAN AHMED (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SERAJ ALAM(OLD NAME) S/O LATE A.HASAN,RESIDING AT 31F, RAJ HASAN GHOSH LANE,PS-TILAIL, KOLKATA-700039, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SIRAJ (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/03/2025. THAT SERAJ ALAM (OLD NAME) AND MD SIRAJ (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Anrejbén Bibi (Old name) W/o Ajijul Hoque, Resident at, Vill-Talgoria, Po-Bhatabati Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad, 742149, I have changed my name to Angreja Bibi (New name) I shall be known as Angreja Bibi vide affidavit before the Executive Magistrat at Lalbagh on 03/001/2025 Angreja Bibi and Anrejbén Bibi same and one identical person.

Name Change
I, Dilip Dutta (old name) son of Late Biswanath Dutta, residing at MSAV-03, Bengal Ambuja Housing Complex, Dur-gapur (m), P.O & P.S – City Centre, Bardhaman, Pin: 713216, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Dilip Kumar Dutta (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 12/03/2025. Dilip Dutta (old name) and Dilip Kumar Dutta (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I,Swapon Sikder, Swapan Kumar Sikder (Old name) W/o-Ramila Shikdar, Resident at, Mundabghat, Dahnarubi-cha, Taherpur, Dist-Nadia,741505, I have changed my name to Swapan Kumar Shikdar (New name) I shall be known as Swapan Kumar Shikdar vide affidavit before the Notary at Berham-pore on 13/03/2025 Swapon Kumar Shikdar and Swapon Sikder, Swapan Kumar Sikder same and one identical person.

Name Change
I, Ajijul Hake (Old name) S/o-Absor Ali, Resident at, Vill-Talgoria, Po-Bhatabati Ps-Nabagram,Dist-Murshidabad, 742149, I have changed my name to Ajijul Hoque (New name) I shall be known as Ajijul Hoque vide affidavit before the Executive Magistrat at Lalbagh on 03/001/2025 Ajijul Hoque and Ajijul Hake same and one identical person.

প্রশাসনের নজরদারি না থাকায় বাড়ছে ধর্ষণ, দায়ী করল বিএনপি!

১৬ মার্চ : ৮ দিনের লড়াই শেষ। বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয়েছে মাগুরার নির্ধাতিতা নাবালিকার। তারপর থেকে ধর্ষণে অভিযুক্তদের বাড়ি দফায় দফায় ভাঙচুর করেছে উত্তেজিত জনতা। এই পরিস্থিতিতে মহম্মদ ইউনুসের সরকারের দিকে আঙুল তুলে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, দেশে প্রশাসনের কর্তৃত্ব না থাকায় ধর্ষণের ঘটনা বেড়ই চলছে। ঘটনার সূত্রপাত ৬ মার্চ। ওইদিন সকালে বাংলাদেশের মাগুরার বাসিন্দা ওই নাবালিকাকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ফরিদপুর মেডিক্সালে নিয়ে যায় পরিবার। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রেফার করা হয় ঢাকা মেডিক্যালো। এরপরই প্রকাশ্যে আসে নারকীয় ঘটনা। জানা যায়, দিদির শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল ৮ বছরের ওই নাবালিকা। সেখানে বোনের শ্বশুর, ভাসুর ও নাবালিকার জামাইবাু তাকে ধর্ষণ করে। নাবালিকা আত্ননাদ করলে তার গলা টিপেও ধরে। কিন্তু বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে যায়



হুম্পন্দন ফিরে আসে। দুপুরে ফের ‘কার্ডিয়াক আরেস্ট’, এবারে সিপিআর দিয়েও কোনও লাভ হয়নি। ১ টায় নির্ধাতিতাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। নিজের বাড়িতেই কবর দেওয়া হয় শিশুটি। ক্ষোভে ধর্ষণে অভিযুক্ত লিটু শেখ ও

তার ছেলের বাড়ি পুড়িয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। তারপরই এক বিবৃতি দিয়ে বিএনপির মহাসচিব বলেন, দেশজুড়ে ভয়াবহভাবে



বেড়েছে ধর্ষণ। দেশের বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিতভাবে এমন ঘটনা ঘটছে, যা অনেকেই ভয়ে কিংবা মানসম্মানের কারণে প্রকাশ করেন না। বিভিন্ন বয়সী নারীরা আক্রান্ত হচ্ছেন, বাদ পড়ছে না একরঙি শিশুও। দেশে এখন যা চলছে তা

মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান উন্নয়নশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে উত্তেগ-উকঠা বাড়ছে। নারী ও শিশু নির্ধাতন দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

প্রতিটি নারীপন্থা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই সরকার ও প্রশাসনকে এসব অপরাধের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আজ শুক্রবার সকালেও অভিযুক্তদের বাড়ি ভাঙচুর করে বিক্ষুব্ধ জনতা। বাড়ির মূল কাঠামো ভাঙার পাশাপাশি সেখান থেকে গাছপালাও কেটে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাড়িতে কয়েকটি দেওয়াল ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। এদিকে, আজ মাগুরায় মৃত শিশুর বাড়িতে যান বিএনপির নেতা-কর্মীরা। পরিবারটির পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তাঁরা। একই সঙ্গে

ময়নাগুড়িতে বধুর শ্রীলতাহানির অভিযোগ, অভিযুক্ত পলাতক

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ১৬ মার্চ : বাড়িতে স্বামী নেই, সেই সুযোগে টিনের গোট ভেঙে বাড়িতে ঢাকার চেষ্টা করে এক যুবক। আর তার প্রতিবাদ করতে গিয়েই এক মহিলার শ্রীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। মহিলার চিকারে বাড়ির অন্যান্য সদস্য এবং এলাকাবাসী ছুটে এলে অভিযুক্ত থানাস্থলে থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে ময়নাগুড়ির ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়। রবিবার ময়নাগুড়ি থানায় ওই যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত বধু। বধু জানান, তার স্বামী একজন শ্রমিক। শনিবার সন্ধ্যায় তিনি কাজে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে প্রতিবেদী এক যুবক টিনের গোট ভেঙে তাঁদের বাড়িতে প্রবেশের চেষ্টা করে। তিনি প্রতিবাদ করছিলেন। অভিযোগ, ওই যুবক প্রথমে বধুর সঙ্গে অভব্য আচরণ করে এবং তাঁর শ্রীলতাহানি করে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

লাহুল-স্পিতিতে তুষারপাতের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত, বাড়ল ঠান্ডা

শিমলা, ১৬ মার্চ : হিমাচল প্রদেশের লাহুল ও স্পিতি জেলায় রবিবার নতুন করে তুষারপাতের ফলে ব্যাপক ব্যাধাত ঘটছে, যার ফলে এই অঞ্চলের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তুষারপাতের পর এই অঞ্চলে তীব্র শৈতপ্রবাহ দেখা গিয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পরিসেবা পুনরুদ্ধারের জন্য নিরন্তর কাজ করছে। ভোর থেকেই লাহুল অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে, অটল টানেলের কাছে মানালির দিক থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনে যান্ত্রিক ত্রুটি পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলেছে। হিমাচল প্রদেশে রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড-এর কর্মীরা ত্রুটি সংশোধনের জন্য কাজ করছে, তবে সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, বিদ্যুৎ সরবরাহ এখনও পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করা হয়নি।

শিয়ালদাগামী ট্রেনের যাত্রীর হেপাজত থেকে উদ্ধার বিস্তর পরিমাণ গাঁজা

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ১৬ মার্চ : গোমতী জেলার উদয়পুর রেল স্টেশনে রবিবার গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। ওই যাত্রীর নাম অমিত দেবরায়। বাড়ি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আমতলীতে। পুলিশ এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অমিত দেবরায় সত্ৰম থেকে শিয়ালদাগামী ট্রেনে সফর করছিলেন। গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে যে ওই ট্রেনের যাত্রী অমিত দেবরায়ের ব্যাগে শুকনো গাঁজা রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ উদয়পুর রেল স্টেশনে নজরদারী চালায়। ট্রেনটি যখন উদয়পুর রেল স্টেশনে পৌঁছে তখন পুলিশ ট্রেনে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালিয়ে অমিত দেবরায়কে আটক করা হয়। তার হেপাজতে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আর কে পূর খানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে জোর জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ জানান চেষ্টা করছে এই গাঁজা পাচারের সাথে আর কে কে জড়িত রয়েছে। তাছাড়া কোথা থেকে এই গাঁজা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কোথায় প্যায়র করা হচ্ছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। এদিকে জানা গিয়েছে ধৃত অমিত দেবরায় এইচডিএফসি লাইফ ইন্স্যুরেন্সের এজেন্ট।

উত্তর প্রদেশের নয়ডায় পোশাক কারখানায় আগুন, লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি

নয়ডা, ১৬ মার্চ : উত্তর প্রদেশের নয়ডায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি পোশাক কারখানায়। রবিবার সকালে নয়ডার সেক্টর ৬৩ এলাকায় অবস্থিত ওই পোশাক কারখানায় আগুন লাগে। কারখানার ভিতরে প্রচুর পরিমানে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। আগুন নেভাতে দমকল কর্মীরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সৌভাগ্যবশত, যে সময় আগুন লাগে তখন কোনও কর্মী কারখানার ভিতরে ছিলেন। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। তবে, লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে

সোনার দোকানে ডাকাতির রু প্রিন্ট, বিচারাধীন বন্দির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৬ মার্চ : সংশোধনাগারে বসে দলের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। শুধু তাই নয়, কি ভাবে সোনার দোকানে ডাকাতি করা যেতে পারে তার হুক কথা। বিহারের সোনার দোকানে ডাকাতিতে বাংলায় বিচারাধীন বন্দির যোগ রয়েছে। মোবাইলের সূত্র ধরে এমনই তথ্য উঠে এসেছে পুরুলিয়া জেলা পুলিশের হাতে। সংশোধনাগারে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে একটি আন্ড্রয়েড মোবাইল ও ব্লুটুথ ইয়ার ফোন। সংগ্ৰামগুলি কী করে ভিতরে এল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। পুলিশ কিছুই জানে না। তারা গোটা বিষয়টা নিয়ে তদন্ত করে দেখছে। এই ঘটনার বিহারের বাসিন্দা তথা পুরুলিয়া জেলা সংশোধনাগারে

বিচারাধীন বন্দি প্রিসের বিরুদ্ধে পুরুলিয়া সদর থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। প্রিসের প্রকৃত নাম চন্দন কুমার। সুপার জানান, জেলা পুলিশ সুপারের কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর আমরা তল্লাশি চালিয়ে একটি চটের ব্যাগ থেকে মোবাইল এবং ইয়ার ফোন উদ্ধার করেছি। বিশষসূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ২০২৬ সালের ৩০ আগস্ট শহর পুরুলিয়ায় সেনাকো লুটে বিহার জেলে থাকা বন্দিদের যোগ মিলেছিল। আর এবার হল টিক তার উন্টো। দুটি ক্ষেত্রেই কিনারা করল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। গত সোমবার সকালে বিহারের আরাতে একটি নামী সোনার দোকানে সশস্ত্র ৬ জনের একটি ডাকাত দল ঢুকে লুটপাট চালায়। ২৫ কোটি টাকা লুট

করে তারা। যদিও পালানোর সময় পুলিশ ধাওয়া করে দু’পক্ষের গুলিযুদ্ধ হয়। দুই ডাকাত রক্তাক্ত জখম হয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।



উদ্ধার হয় ডাকাতির অলংকার। ধৃতদের জেরা করে বিহার পুলিশ একটি মোবাইল নম্বরের হদিশ পায়। যার টাওয়ার লোকেশন থেকে জানা যায় ওই ফোনটি পুরুলিয়া জেলা সংশোধনাগারে রয়েছে। বিহার পুলিশ যোগাযোগ করে পুরুলিয়া জেলা

পুলিশের সঙ্গে। তারপরই পুলিশ বিষয়টি সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষকে জানায়। সূত্রে জানা গিয়েছে, ২ নম্বর ওয়ার্ডে তল্লাশি চালিয়ে চটের ব্যাগ থেকে একটি সিমকার্ড লাগানো আন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে ছড়ার কেশেরগড় গ্রামে একটি রাস্তায় ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা হয়। ওই ঘটনায় জেলবন্দি বিহারের চন্দনকুমার-সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে হুটা থানায় পুলিশ। চন্দন বাঁকুড়ার একটি মামলায় সেখানকার সংশোধনাগারে ছিল। চারমাস আগে তাকে পুরুলিয়া জেলা সংশোধনাগারে নিয়ে আসা হয়। জানা গিয়েছে, বিচারাধীন বন্দিদের বিভিন্ন সময় পরিবারের লোকজন

দাবি করছেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। শিশুটির পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি আফরোজা আব্বাসও। তিনি শিশুটির মা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আফরোজা বলেন, এমন ঘটনা সারা দেশকে নাড়া দিয়েছে। আমরা চাই, এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটে। একই সঙ্গে আমরা পরিবারটিকে সহযোগিতা করছি। আমাদের দল শিশুটির পরিবারের পাশে আছি। প্রসঙ্গত, গতকাল ইউনুস সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল জানিয়েছিলেন, নাবালিকার মর্যাদতন্ত করা হবে। আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে ডিএনএ রিপোর্ট পাওয়া যাবে। তাপদিনের মধ্যে বিচারকাজ শুরু হবে।

মালদায় গুলি করে ব্যবসায়ীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, মালদা, ১৬ মার্চ :গভীর রাতে গুলি করে এক মাছ ব্যবসায়ীকে খুনের চেষ্টা অভিযোগ উঠলে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ইংরেজবাজার পুরসভার সদরঘাট এলাকায় এক মাছ ব্যবসায়ীর উপর রাতের বেলা অতর্কিতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা।অভিযোগ, শনিবার রাতে বাড়ি ফেরার সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী মাছ ব্যবসায়ী বিপ্লব ঘোষকে লক্ষ্য করে গুলি করে। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেও সেই গুলি তার হাতে লাগে। অস্ত্রোপচার করে পরে সে গুলি বের করা হয়। আপাতত তিনি সক্ষমতুক্ত বলে জানা গেছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজ করছে পুলিশ।

গীতালদহে জওয়ানের অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ১৬ মার্চ : এক জওয়ানের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল গীতালদহে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত্রে। তিনি বিএসএফের জওয়ান বলে জানা গেছে। জানা যাচ্ছে, ওই জওয়ানকে বুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এটি প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা বলেই ধারণা। তবে এর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। বিএসএফ ও পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে।

তেজ প্রতাপকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা

পাটনা, ১৬ মার্চ : হেলমেট না পরার শাস্তি পেলেন আরজেডি নেতা তেজপ্রতাপ যাদব। শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর ভবনের আশেপাশে স্টুটার চালাানোর সময় হেলমেট না পরার জন্য আরজেডি বিধায়ক তেজ প্রতাপ যাদবের বিরুদ্ধে ট্রাফিক পুলিশ ৪০০০ টাকার চালান জারি করেছে। স্টুটারটিতে মোদ্যোদ্যন্তী়র বীমা এবং দূষণ শংসাপত্র ছিল। রবিবার ট্রাফিক পুলিশের এসএইচও ব্রজেশ কুমার চৌহান বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন আরোহী হেলমেট ছাড়াই স্টুটার চালাচ্ছেন। বীমা এবং দূষণ শংসাপত্রের মোয়াদও শেষ হয়ে গেছে। মোট ৪০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দিল্লিতে ফের গ্রেফতার বাংলাদেশি

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : রাজধানী দিল্লিতে আরারও গ্রেফতার বাংলাদেশি নাগরিক। দিল্লির আর কে পুরম থানা এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। রবিবার দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, আর কে পুরম থানার একটি টিম দিল্লিতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। দিল্লি পুলিশ আরও জানিয়েছে, ধৃতের নাম - আফাজউদ্দিন গাজী (৪০।) তিনি বাংলাদেশের ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ থানার সাইগুন্ডা গ্রামের বাসিন্দা।

তামিলনাড়ুর শিক্ষাথীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে ডিএমকেঃ ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : জাতীয় শিক্ষা নীতি ও তিন ভাষা বিতর্কে ডিএমকে-র তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী নরেন্দ্র প্রধান। তাঁর অভিযোগ, তামিলনাড়ুর শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে ডিএমকে। সোমবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, তাঁরা তামিলনাড়ুর শিক্ষার্থীদের তিনটি ভাষায় লোকসভায় প্রতিক্রিয়াবদ্ধ নয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আরও বলেছেন, তাঁরা তামিলনাড়ুর শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। তাঁদের একমাত্র কাজ হল ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বকতা তৈরি করা। তাঁরা রাজনীতি করছে। তাঁরা অকর্ম করছে। তাঁরা অগণতান্ত্রিক এবং অসভ্য।

পুরুষ-মহিলাদের মধ্যে সুসম্পর্কে বেশি মনোযোগীঃ বালমুকুন্দ

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : ভারতীয় অনুচিত্তন নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার চেয়ে, তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের ওপরই বেশি জোর দেয়।

বর্ষাকালে দিল্লিতে যাতে জল না জমে তা নিশ্চিত করতে হবেঃ রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা, মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ও পূর্ত দফতরের মন্ত্রী পরভেশ বর্মা রবিবার বাড়াপুল্লা সেতুতে যমুনা নদীর দিকে বাড়াপুল্লা নর্দমা পরিদর্শন করেছেন। এই নর্দমা পরিদর্শন করার পর পূর্বতন আম আদমি পার্টির সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, বৃষ্টির সময় দিল্লিতে যাতে জল না জমে তা নিশ্চিত করতে হবে। এএপি-র তীব্র সমালোচনা করে রেখা গুপ্তা বলেছেন, এই ড্রেনগুলি পূর্ববর্তী সরকারগুলি কখনোই গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। ড্রেনগুলি কখনোই পরিষ্কার করা হয়নি। কোন সংস্থা এগুলি পরিষ্কার করবে সে বিষয়ে সংস্থাগুলির মধ্যে কোনও স্পষ্টতা ছিল না। আমরা সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিভাগকে পলি অপসারণের দায়িত্ব দিয়েছি। বর্ষাকালে যাতে জল না জমে তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। কাজটি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করা হচ্ছে, আমরা বিধায়কদের কাছে লিখিতভাবে ড্রেন, পয়ঃনিষ্কাশনের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা়



তেলেঙ্গানার সুড়ঙ্গে এখনও আটকে ৭ জন শ্রমিক, আশা ক্রমেই ফুরিয়ে যাচ্ছে

হায়দরাবাদ, ১৬ মার্চ : দেখতে দেখতে ২৬-দিন হয়ে গেল, তেলেঙ্গানার ধসে পড়া সুড়ঙ্গে টানা ২৬-দিন ধরে বন্দি ৭ জন শ্রমিক। গত ১০ মার্চ উদ্ধার হয়েছিল একটি দেহ, এখনও সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে রয়েছেন ৭ জন শ্রমিক। তাঁরা কী অবস্থায় আছেন, কেমন আছেন, তা এখনও জানা যায়নি। সময় যত এগোচ্ছে, ততই আশা ফুরিয়ে আসছে, তবে ছাচ ছাড়তে নারাজ উদ্ধারকাজ। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। উল্লেখ্য, গত ২২ ফেব্রুয়ারি তেলেঙ্গানার শ্রীশৈলম সুড়ঙ্গের একাংশ আচমকই ধসে পড়ে। সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে পড়েন ৮ জন শ্রমিক। গত ১০ মার্চ একজনের দেহ উদ্ধার হয়, এই মুহূর্তে বাকি ৭ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁদের উদ্ধারের জন্য উদ্ধারকারী দল নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। জানা রকম ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে সবাইকে উদ্ধারের জন্য।

বুকের ব্যথায় অসুস্থ এ আর রহমান, চিকিৎসাধীন চেন্নাইয়ের হাসপাতালে

চেন্নাই, ১৬ মার্চ : বুকের ব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন এ আর রহমান। রবিবার সকালে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমানকে। এদিন সকালে চেন্নাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে তাকে ভর্তি করানো হয়েছে। চেন্নাইয়ের গ্রিমস রোডের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে রহমানকে। এ দিন সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ তাঁকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন চিকিৎসকদের একটি দল। সঙ্গীত পরিচালকের আয়ুর্জ্যোগ্রাফিকও করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। আপাতত নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে রহমানকে।



ঐতিহাসিক পরম্পরা সংরক্ষণে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে ভারত : শেখাওয়াত

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : ঐতিহাসিক পরম্পরা সংরক্ষণে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে ভারত সরকার। সোমবার লোকসভায় এমএনটিএ দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তিনি বলেছেন, ভারত সরকার সম্পূর্ণরূপে সংবেদনশীল এবং নিজস্ব ঐতিহাসিক পরম্পরা সংরক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে।গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত আরও বলেছেন, আমি সংসদ এবং দেশকে আশ্রুস্ত করতে চাই, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, আমরা আমাদের ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, একই সঙ্গে ঐতিহ্যের সুরক্ষা এবং অব্যাহত উন্নয়ন নিশ্চিত করছি।

আর যুদ্ধ নয়, শান্তির পথে ফিরুন’, পুতিন-জেলেনস্কি দুই ‘ বার্তা মোদির

১৬ মার্চ : ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতিতে যেতে রাজি রয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। আমেরিকার হস্তক্ষেপে শর্তসাপেক্ষে এই চুক্তি করতে সম্মত হয়েছেন রশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও। কিন্তু এখনও দুদেশের মধ্যে তীব্র লড়াই চলছে। ফলে যুদ্ধবিরতির কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে লেঙ্গ ফ্রিডমানে পডকাস্টে ফের রাশিয়া-ইউক্রেনকে শান্তির বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জেলেনস্কি-পুতিনকে ‘ভাই’ বলে সম্বোধন করে যেন করে দিয়ে দিলেন, রণক্ষেত্রে কখনও সমস্যার সমাধান মেলে না। আজ রবিবার বিকেল সাড়ে ৫টায় সম্প্রচারিত হয় লেঙ্গ ফ্রিডমানের পডকাস্টিটি। সেখানে দেশের ও আন্তর্জাতিকে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন মোদি। উঠে আসে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি সব সময় মনে করি, যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। রাশিয়া-ইউক্রেন দুই দেশের সঙ্গেই আমরা খুব ভালো সম্পর্ক। যখন পুতিনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল আমি ওঁকে বলেছিলাম এখন যুদ্ধের সময় নয়। অন্যদিকে, জেলেনস্কিকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে পৃথিবীতে যত মানুষও তোমার পাশে থাকুক না কেন, যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ স্বাধী সমাধান নয়। ইউক্রেন চাইল্ড প্রোডাক্ট লঞ্চ করলে, সন্তানের ভবিষ্য আশা সুরক্ষিত করার জন্য পিতামাতাদের হাত মজবুত করতে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান কর্মজীবনের আশা এবং ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে শিক্ষার ক্রমবর্ধমান ব্যয় আজ পিতামাতার জন্য একটি চিন্তার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। অর্থ-সামাজিক অনুচিত্তন নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার চেয়ে, তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের ওপরই বেশি জোর দেয়।

এসবিআই লাইফ-র দুটি নতুন চাইল্ড ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান

১৬ মার্চ : এসবিআই লাইফ - স্মার্ট ফিউচার স্টার’ এবং ‘এসবিআই লাইফ - স্মার্ট প্রাটিনা ইয়াং অ্যাক্টিভার’ লঞ্চ হল, বিশেষভাবে নিশ্চিত আর্থিক সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সন্তানের ভবিষ্য আশাগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এসবিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত জীবন বীমাকারী, দুটি নতুন চাইল্ড প্রোডাক্ট লঞ্চ করলে, সন্তানের ভবিষ্য আশা সুরক্ষিত করার জন্য পিতামাতাদের হাত মজবুত করতে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান কর্মজীবনের আশা এবং ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে শিক্ষার ক্রমবর্ধমান ব্যয় আজ পিতামাতার জন্য একটি চিন্তার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। অর্থ-সামাজিক অনুচিত্তন নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার চেয়ে, তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের ওপরই বেশি জোর দেয়।

অকশনে অবিক্রিত, আইপিএলে দরজা খুলছে ভারতীয় অলরাউন্ডারের!

লখনউ, ১৬ মার্চঃ ঘরোয়া ক্রিকেটে বিশ্বসী পায়ফর্ম করেছে। একটা সময় জাতীয় দলের অন্যতম ভরসা ছিলেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও ধারাবাহিক পেলেছেন। মুম্বইয়ের এই অলরাউন্ডার অবশ্য মেগা অকশনে হতাশ হন। আইপিএলের দু-দিনের মেগা অকশনে অবিক্রিতই রয়ে গিয়েছিলেন। তাকে ঘিরে জোর আলোচনা। আইপিএলে দরজা খুলছে! সম্ভাবনা জোরালো। দেশের অন্ততম সেরা পেস বোলিং অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর সুযোগ পেতে পারেন লখনউ সুপার জায়ান্টস। এমন সম্ভাবনার সুপেক্ষ কারণও রয়েছে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুম শুরু হচ্ছে ২২ মার্চ। লখনউ সুপার জায়ান্টস তাদের অভিযান শুরু করবে ২৪ মার্চ। শুরুতেই প্রতিপক্ষ দিল্লি ক্যাপিটালস।

শক্তিশালী দল গড়েছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। যদিও একাধিক পেসারের চোটে অস্বস্তিও রয়েছে। তেমনই বিদেশি অলরাউন্ডার মিসেল মার্শকেও শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবেই পাওয়া যাবে বলে খবর। চোট আর ঘেঁষে পেসার অবশ্য খানেকটা। এমন পরিস্থিতিতে শার্দূলকে নেওয়া হতেই পারে। লখনউ এ বার রিটেন করেছিল তাদের এক্সপ্রেস গতির পেসার মায়াক্ষ যাদবকে। যদিও তিনি ফিট নন। আইপিএলের প্রথম অর্ধেই হয়তো তাকে পাওয়া যাবে না। চোট আর এক পেসার মহসিন খানেকটা। এর মাঝেই লখনউয়ের প্র্যাক্টিস সেশনে দেখা মিলেছে শার্দূল ঠাকুরের। টিমের সঙ্গে প্র্যাক্টিস করছেন এই অলরাউন্ডার। তাও আবার লখনউ জার্সিতেই। এমনকি লখনউ সুপার জায়ান্টস টিমের সঙ্গে হেলি সেলিব্রেশনেও দেখা মিলেছে। মনে করা হচ্ছে, কতই ইন্ডিয়ান বিপ্লবের দিকেই হলেও শার্দূলকে নেওয়া হতে পারে।

মরসুম শুরুর আগে রাজস্থান রয়্যালসে জোড়া স্বস্তি, ‘ফিট’ ক্যাপ্টেন!



জয়পুর, ১৬ মার্চঃ প্রতিবারই দুর্দান্ত পারফর্ম করে রাজস্থান রয়্যালস। যদিও একটা সময়ের পর খেই হারায়। গত মরসুমেও দুর্দান্ত খেলেছিল আইপিএলের প্রথম ট্রফিজয়ী টিম। প্লে-অফে বিদায় নেয় তারা। নতুন মরসুম শুরুর আগে কিছুটা অস্বস্তি ছিল। সেটা অনেকটা কাটা।

২০২৭ এশিয়ান কাপের যোগ্যতা পর্বে ‘ক্লিন শিট’ জয়ের লক্ষ্য সন্দেশ বিজ্ঞানের

শিলং, ১৬ মার্চঃ ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দল ২০২৭ এশিয়ান কাপের তৃতীয় রাউন্ডের যোগ্যতা পর্বে বাংলাদেশ, হংকং এবং সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি হবে। এই গ্রুপে কেবলমাত্র শীর্ষস্থান অধিকারী দলই এশিয়ার এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টে জায়গা করে নেবে। এই লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে ভারতীয় দল, যিনি ‘ব্লু টাইগার্স’ নামে পরিচিত, আগামী ১৯ মার্চ শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে মালদ্বীপের বিরুদ্ধে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। এরপর ২৫ মার্চ তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম যোগ্যতা পর্বের ম্যাচে নামবে। এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোর আগে ভারতীয় দলের তারকা ডিফেন্ডার সন্দেশ বিজ্ঞান জানিয়েছেন, তাদের লক্ষ্য হলো ‘ক্লিন শিট’ বজায় রেখে জয় ছিনিয়ে আনা। একসি গোয়ার ৩০ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডিভ মেরদুও বলেন, “বাংলাদেশ ম্যাচে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ফলাফল অর্জন করা। এটি আমাদের এশিয়ান কাপ যোগ্যতা পর্বে একটি ভালো শুরু দেবে। আমি মনে করি, এর আগে ১০ দিনের অকশন শিবির এবং মালদ্বীপের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ আমাদের প্রস্তুতির জন্য অনেক সাহায্য করবে।” তিনি আরও যোগ করেন, “আমাদের টার্গেট দুটি ম্যাচেই ‘ক্লিন শিট’ জয়।” অর্থাৎ, তিনি চান দল একটি গোলও না খেয়ে জয় নিশ্চিত করুক। এই ম্যাচগুলোতে ভারতীয় দলের জন্য আরেকটি বড় সংবাদ হলো তাদের কিংবদন্তি অধিনায়ক

সুনীল ছেত্রীর প্রত্যাবর্তন। গত বছর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়া ছেত্রী এই গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা পর্বে দলকে শক্তিশালী করতে আবার মাঠে ফিরছেন। ৪০ বছর বয়সেও তিনি চলতি ইন্ডিয়ান সুপার লিগে (আইএসএল) দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। ২৪টি ম্যাচে ১২টি গোল করে তিনি গোলদাতাদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন এবং ভারতীয়দের মধ্যে শীর্ষে। তাঁর এই ফর্মই কোচ মানোলে মার্কেককে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে প্ররোচিত করেছে। মার্কেক জানান, ছেত্রীর প্রত্যাবর্তন একটি ‘বিশেষ পরিস্থিতি’র কারণে সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, “এটি একটি বিশেষ পরিস্থিতি ছিল। আমি অল

ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) এবং বেঙ্গালুরু একসি’র সঙ্গে কথা বলার পর সুনীলের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমি তাঁকে বোঝাই আমি তাঁর কাছ থেকে কী চাই।” এরপর সুভাষিস, ইরফান, মানবীর-এরা সবাই আমাদের জাতীয় দলে আছে।” মার্কেক তাঁর উদ্দেশ্যের কথাও জানান। তিনি বলেন, “আমার অধীনে চারটি ম্যাচে আমরা মাত্র দুটি

গোল করেছি, তার মধ্যে একটি সেট-পিস থেকে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ফলাফল পাওয়া। অন্য কথায় নয়।” তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, ছেত্রীর গোল করার ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা দলের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় দল এই ম্যাচগুলোর জন্য শিলংয়ের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করেছে। মেঘালয়ের রাজধানী প্রথমবার আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করতে যাচ্ছে, যা স্থানীয় ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বিজ্ঞান বলেন, “শিলংয়ে খেলতে আসা সবসময়ই উৎসাহজনক। এখানে ফুটবলের একটি জীবন্ত সংস্কৃতি রয়েছে। আমরা এখানে ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে চাই।” গ্রুপ সি-তে থাকা ভারতের জন্য এই যোগ্যতা পর্ব সহজ হবে না। বাংলাদেশ, হংকং এবং সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শীর্ষে থাকতে হলে ধারাবাহিকভাবে জয় এবং শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রয়োজন। বিজ্ঞানের ‘ক্লিন শিট’ লক্ষ্য এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দলের প্রতিদ্বন্দ্বীর নেতৃত্ব দেবেন, যিনি গত মরসুমে এফসি গোয়ার হয়ে ১০ গোল করেছিলেন। ছেত্রীর প্রত্যাবর্তন দলের আক্রমণভাগকে শক্তিশালী করবে। তাঁর অভিজ্ঞতা এবং গোল করার ক্ষমতা দিল্লির মতো শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধেও ভারতকে এগিয়ে রাখতে পারে। ভক্তরা এখন অপেক্ষায় আছেন, এই দুই তারকা কীভাবে দলকে এশিয়ান কাপের পথে এগিয়ে নিয়ে যান।



‘মাত্রাছাড়া হওয়াটা আমার চরিত্রের অঙ্গ’

আগ্রাসী মেজাজ নিয়ে অকপট বিরাট

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কিং কোহলির আগ্রাসন কোথায়? অতীতে বিরাট কোহলির ব্যাটিং ক্যারিয়ার পাশাপাশি আগ্রাসণ নিয়ে হত ভীষণ আলোচনা। সম্প্রতি মাঠে তিনি আগের থেকে শান্ত হয়ে গিয়েছেন। যে কারণে, আবার চর্চা শুরু হয়েছে তাঁকে নিয়ে। ২২ মার্চ আইপিএল শুরু হতে চলেছে। তার আগে আরসিবির একটি ইনোভেশন ল্যাব ইন্ডিয়ান স্পোর্টস সমিটি গিয়েছিলেন বিরাট। সেখানেই আগ্রাসন নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। বেশ খোলামেলা উত্তর দিয়েছেন তিনি। শেষ অস্ট্রেলিয়ান সফরে গিয়ে বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে অজি তরুণ তুর্কি স্যাম কন্টাসের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন বিরাট। তা নিয়ে জোর চর্চা হয়েছে। মাঠ হোক বা মাঠের বাইরে কোহলি একবার আলোচনার কেন্দ্রে এলে লাইমলাইট থেকে সরেন না। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে সেই অর্থে কোহলিকে আগ্রাসী মেজাজে দেখা যায়নি। এর কারণ কী? এই প্রশ্ন উঠতেই বিরাট বলেন, “সত্যি বলতে গেলে আমি জানি না আমার কী করা উচিত। আগে আমার আগ্রাসন নিয়ে সকলের সমস্যা ছিল। আর এখন আমার শান্ত থাকা নিয়েও সকলের সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়ে বুঝতেই পারি না। তাই এটা নিয়ে ভাবি না।” সেখানেই থেমে থাকেননি বিরাট। আরও বলেন,



“আমি যে ধরনের মানুষ, আমার যেমন ব্যক্তিত্ব তাতে হ্যাঁ মাত্রাছাড়া হয়ে যাওয়াটা আমার স্বাভাবিক প্রবণতা। আর আমি তো এটা কোনওদিন লুকোইনি। হ্যাঁ তবে সব সময় তা দেখানো হয়তো ঠিক হয়নি। তবে আমি কিন্তু একটা দায়িত্ব থেকেই এটা করেছি। বরাবর চেয়েছি যাতে দল জিততে পারে। তাই সকলে দেখতে পাবে উত্তেজক পরিস্থিতিতে উইকেট নেওয়ার পর আমি উচ্ছ্বাসে কেটে পড়েছি। কারণ, ওই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছে ওই

ভাবে উল্লাস করাটা উচিত। আর আমি তাই সেটাই করেছি। আমার প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতায় কোনও পরিবর্তন আসেনি। তাই আমার মনে হয়, আক্রমণাত্মক আচরণ তুলে না ধরলেও যে কেউ একইরকম আগ্রাসী হতে পারেন। অতীতে হতাশা থেকেও আমার মধ্যে অনেক কিছু ফুটে উঠত। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে বৃথতে পেরেছি সেটা ঠিক করিনি। আমি নিজেও এই বিষয়গুলোয় খুব একটা ভালো বোধ করিনি।”

পাওয়া যাবে, পুরোপুরি নয়! অজি তারকাকে নিয়ে অস্বস্তিতে পহ্নের লখনউ

লখনউ, ১৬ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুম শুরুর আগে বেশ কিছুটা অস্বস্তিতে লখনউ সুপার জায়ান্টস। সৌজন্যে এক অজি তারকা। গত মরসুমে দিল্লি ক্যাপিটালসে ছিলেন। এ বার লখনউ সুপার জায়ান্টস লিগে নিয়েছে। ঋষভ পণ্ড ও দিল্লি ক্যাপিটালসেই ছিলেন। এ বার লখনউ সুপার জায়ান্টসের ক্যাপ্টেন তিনি। ঋষভ শুকভেই কিছুটা অস্বস্তিতে। কথা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার মিসেল মার্শকে নিয়ে। অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টি দলের ক্যাপ্টেন। চোটের কারণে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ এবং চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে পাওয়া যায়নি মিসেল মার্শকে। আইপিএলে পাওয়া যাবে, তবে ‘পুরোপুরি’ নয়। আইপিএল শুরু হচ্ছে ২২ মার্চ। নতুন মরসুমের তৃতীয় দিন প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধেই অভিযান শুরু করবেন ঋষভ পণ্ড। ২৪ মার্চ লখনউ বনাম দিল্লি ম্যাচ নিয়ে আগ্রহ তুলে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে না পাওয়া



গেলেও আইপিএলে খেলার জন্য ছাড়পত্র পেয়েছেন অলরাউন্ডার মিসেল মার্শ। যদিও শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবেই খেলতে পারবেন। পিঠে ব্যাথার কারণে তাঁকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে পাওয়া যায়নি। সে কারণেই তাঁকে বোলিংয়েরও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। মার্শের এই সমস্যা দীর্ঘ সময়ের। ২০২৪ সালে ইংল্যান্ড সফরে এই চোট আরও বেশি করে টের পেয়েছিলেন। এরপরই দীর্ঘ বিদায় দেওয়া হয়েছিল। গত সেপ্টেম্বরে শেষ বার দেশের জার্সিতে সালা-বলের ক্রিকেটে খেলেছেন মিসেল মার্শ। বিগ ব্যাশে জন্মুরিহতে মাত্র একটি ম্যাচ খেলেছিলেন। গত সংস্করণে দিল্লি ক্যাপিটালসও তাঁকে পুরো মরসুমে পায়নি। এ মরসুমে আইপিএলের মেগা অকশনে মার্শকে ৬.৪০ কোটিতে নিয়েছে লখনউ। কিন্তু অলরাউন্ডার হিসেবে না পেলে সেটা যে চাপের বিষয়, বলাই যায়।

নাইটদের পুরনো নেতাকে ভরসা করেই আইপিএল শিরোপা জয়ের স্বপ্ন প্রীতির দলের?

চণ্ডীগড়, ১৬ মার্চঃ আইপিএলের নতুন মরসুম শুরু হতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। ২২ মার্চ থেকে মাঠে গড়াবে কোটি টাকার এই লিগ। মেগা নিলামের পর প্রতিটি দলই নতুন রূপে সেজেছে। তবে পঞ্জাব কিংসের দিকে এবার সকলের নজর। বছরের পর বছর ধরে ট্রফির জন্য মরিয়া এই দলটি এবার শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে নতুন উদ্যমে মাঠে নামছে। প্রীতি জিটার এই দল কি এবার অথবা ট্রফি ঘরে তুলতে পারবে? এই প্রশ্নই দূরছে সকলের মনে। মেগা নিলামের পর পঞ্জাব কিংস দলটিকে একেবারে ঢেলে সাজিয়েছে। শ্রেয়স আইয়ারকে ২৬.৭৫ কোটি টাকায় কিনে অধিনায়ক করা হয়েছে। তাঁর সাম্প্রতিক ফর্ম এবং নেতৃত্বের দক্ষতা দলের জন্য বড় শক্তি। গত মরসুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে চ্যাম্পিয়ন করার পিছনে শ্রেয়সের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি শেষ হওয়া চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও তিনি ভারতের হয়ে সর্বাধিক রান করেছেন। তাই পঞ্জাবের সমর্থকরা আশা করছেন, শ্রেয়সের নেতৃত্বে এবার তাদের ট্রফি জয়ের স্বপ্ন



পারেন, যা পাঞ্জাবের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা। তবে দলের দুর্বলতাও কম নয়। স্পিন বিভাগে যুজবেন্দ্র চাহাল ছাড়া তেমন অভিজ্ঞ কেউ নেই। হরপ্রীত ব্রার এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েল স্পিন করতে পারলেও তাঁরা প্রথম সারির স্পিনার নন। চাহাল নিজেও বেশ কিছুদিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন। তাই তাঁর ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। ব্যাটিং লাইনআপ মোটামুটি শক্তিশালী হলেও বিকল্প খুব বেশি নেই। দলের বেশিরভাগ শক্তি বিদেশি খেলোয়াড়দের উপর নির্ভর করছে। কিন্তু প্রতি ম্যাচে মাত্র চারজন বিদেশি খেলানোর নিয়মের কারণে প্রথম একাদশ সাজানোর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখে



পূরণ হবে। পঞ্জাবের স্কোয়াডে রয়েছে একাধিক তারকা। ব্যাটিং লাইনআপে রয়েছেন নেহাল ওয়াধেরা, বিষ্ণু বিনোদ, জস ইংলিস, হর্নুর পান্ডা, প্রদীপসিংহ সিং, শশাঙ্ক সিং, মার্কাস স্টয়নিস এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের মতো নাম। অলরাউন্ডার হিসেবে হরপ্রীত ব্রার, মার্কো জনসন, আজমাতুল্লা ওমরজাই, অ্যান হার্ডি এবং মুশির খান দলকে ভারসাম্য দেবেন। বোলিং বিভাগে অর্শদীপ সিং, যুজবেন্দ্র চাহাল, লকি ফার্গুসন, কুলদীপ সেন, জেডিয়ার বার্টলেট এবং যশ ঠাকুরের মতো পেসাররা রয়েছেন। এই দলের শক্তি নিঃসন্দেহে তাদের বোলিং আক্রমণ। অর্শদীপ, লকি এবং মার্কোর পেস অ্যাটাক বিপক্ষের ব্যাটিং লাইনআপে ভয় ধরাতে পারে। তাছাড়া যশ ঠাকুর এবং কুলদীপ সেনের মতো তরুণ ভারতীয় পেসাররাও ফর্মে থাকলে দলের জন্য বড় সম্পদ হতে পারেন। আজমাতুল্লা ওমরজাই ব্যাট এবং বলে অবদান রাখতে

পড়তে পারে পঞ্জাব। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে শ্রেয়স এবং চাহাল ছাড়া সেভাবে বড় নাম নেই। তরুণ খেলোয়াড়রা যদি চাপের মুখে ধরাশায়ী হয়, তবে দলের পক্ষে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন হবে। পঞ্জাব কিংস এবার নতুন কোচ রিকি পন্টিংয়ের অধীনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। পন্টিংয়ের অভিজ্ঞতা এবং কৌশল দলের জন্য বড় সুবিধা হতে পারে। শ্রেয়সের সঙ্গে পন্টিংয়ের সমন্বয় যদি ভালোভাবে কাজ করে, তবে পঞ্জাব এবার প্লে-অফে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখতেই পারে। তবে ট্রফি জয়ের পথে তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ অনেক। দলের ভারসাম্য, খেলোয়াড়দের ফর্ম এবং কৌশলগত সিদ্ধান্তই নির্ধারণ করবে এবার তাদের ভাগ্য। পঞ্জাবের সমর্থকরা এখন অপেক্ষায় আছেন, শ্রেয়সের নেতৃত্বে তাদের দল কতদূর যেতে পারে। প্রথম ম্যাচ থেকেই তাদের পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে সকলের নজরে থাকবে।

প্রকাশিত

সুচিকিংসা

২৭ বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা • ১ মার্চ ২০২৫

কিডনির সুরক্ষায়

- গর্ভাবস্থা ও কিডনি রোগ — এক গভীর সম্পর্ক
- ক্রমিক কিডনি ডিজিজে ডায়ালিসিসের ভূমিকা
- কিডনি রোগীর খাদ্য তালিকা
- যুগ্মের রও পরিবর্তনে সাবধান
- কমায়বয়সীদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক
- হিপ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টে রোবোটিক সার্জারি
- জলেই সুস্থ কিডনি
- কিডনিতে পাথর
- কিডনি ও ইউরিক অ্যাসিড
- কিডনি সুস্থ রাখার উপায়

সুচিকিংসা
এখন অনলাইনে পড়তে
পাশের কোডটি স্ক্যান করুন